



# বার্ষিক প্রতিবেদন

## ২০২১-২২



শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার





# বার্ষিক প্রতিবেদন

## ২০২১-২২



শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার





জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান





মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা





বেগম মনুজান সুফিয়ান, এম.পি  
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়



## বাণী

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। জাতীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি বর্ষ মুজিববর্ষ এবং মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ছিল এই অর্থবছরে। আমরা মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছি। যে শ্রমিকদের ঘামে ও ত্যাগে এ দেশের অর্থনৈতির চাকা সচল থাকে, সেই শ্রমজীবী মানুষগুলোই বিশ্বব্যাপী কোডিড ১৯ এর প্রতিঘাত মোকাবেলা করে নিরলস শ্রম দিয়ে অব্যাহত রেখেছেন দেশের অর্থনৈতিক হিতিশীলতা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর আদর্শ ও তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আমাদের শ্রমজীবী ভাইবোনের পাশে দাঁড়ানোর উৎসাহ যুগিয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন হতে ২৬৪৫ জন শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারের সদস্যকে ১৫ কোটি ৩০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ও কেন্দ্রীয় তহবিল হতে ১৭৭৫ জন শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারের সদস্যকে ১৮ কোটি ৫৭ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। মন্ত্রণালয় কর্তৃক বছরব্যাপী ত্রিপক্ষীয় সভা করে মালিক-শ্রমিকের মাঝে বিরোধ নিষ্পত্তিতে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মাধ্যমে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং শ্রমিকদের জীবনমানের নিশ্চয়তা বিধান করতে এ অর্থবছরে ৪৩,৬৪৪টি কারখানা পরিদর্শন করা হয়েছে।

ভিশন-২০৪১ ও এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মন্ত্রণালয় বন্ধপরিকর। কল-কারখানাগুলোকে উন্নত ও স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ নিশ্চিতে উৎসাহিত করতে গত ৮ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে গ্রিন ফ্যাঞ্চের অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে। মহান মে দিবসেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সান্তুষ্ট ভার্চুয়াল উপস্থিতি শ্রমিক-মালিক নির্বিশেষে এ মন্ত্রণালয়কে একসাথে কাজ করতে অনুপ্রাপ্তি করেছে। এ অর্থবছরেই নতুন ৬০টি সেক্টরকে শিশুশ্রমমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। এদেশের মেহনতি মানুষের জন্য কল্যাণমূলক কার্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে কর্মসংস্থান অধিদপ্তর সৃষ্টির কাজ অনেকাংশেই সম্পন্ন হয়েছে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই কর্মসংস্থান নীতিমালা ২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সকলের মাঝে এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে একটি ধারণা দিতে পারবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আমি এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

জয় হোক এদেশের মেহনতি মানুষের।

বেগম মনুজান সুফিয়ান, এম.পি

মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর বাণী



মোঃ এহচানে এলাহী  
সচিব  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

## বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর অসীম সাহসিক নেতৃত্বগ্রন্থে বাংলাদেশকে সোনার বাংলা হিসেবে গড়ার জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর দক্ষ নেতৃত্বের ফসল হিসেবে পরিচিত দুর্দমনীয় বাঙালী জাতি তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠনের প্রত্যয়ে দৃঢ়প্রতিষ্ঠা। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারের ৱৰ্ণকল্প-২০৪১, ৮ম পঞ্চবৰ্ষিকী পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। স্বচ্ছতা ও জৰাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তথ্যের অবাধ প্রবাহের দালিলিক প্রতিফলন, বিগত এক বছরে মন্ত্রণালয়ের সম্পাদিত সকল কার্যক্রম ও অর্জন সম্বলিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয় বেশ কিছু মাইলফলক অর্জন করেছে। শ্রম বাজারে প্রবেশের নৃন্যতম বয়সসীমা ১৪ বছর নির্ধারণের আইএলও কনভেনশন-১৩৮ অনুসমর্থন, যার মাধ্যমে বাংলাদেশ ৮টি মৌলিক কনভেনশন অনুসমর্থন সম্পন্ন করেছে। এছাড়াও জবরদস্তী শ্রম কনভেনশন-১৯৩০ এর প্রটোকল ২৯ অনুসমর্থন করা হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর সংশোধনী (২০২২) এর গেজেট প্রকাশ, DWCP (Decent Work Country Programme) এর জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২৬) চালুকরণ, জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি ২০২২ অনুমোদন, অত্যাবশ্যক পরিয়েবা আইন, ২০২২ এর খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ (সংশোধিত ২০২২) অনুযায়ী শ্রমিকদের ন্যায়সংগত অধিকার নিশ্চিতকরণ, মালিক-শ্রমকের সম্পর্ক উন্নয়ন, শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃজন, শিশুশ্রম নিরসন, শিল্পক্ষেত্রে সর্ববনিয় মজুরির হার নির্ধারণ, কার্যকালে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ, সর্বোপরি শ্রমিকের কল্যাণ সাধনে আমরা অংগীকারবদ্ধ। শ্রম আইন, ২০০৬ সংশোধনের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিতকরণে নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা ও গাজীপুর জেলায় নতুন ৩টি শ্রম আদালত গঠন করা হয়েছে। আরও ৭টি শ্রম আদালত গঠনের কার্যক্রম চলমান আছে।

শ্রম বাস্তব বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, আইএলও রোডম্যাপ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারের সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সফলতার ধারা অব্যাহত রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।



মোঃ এহচানে এলাহী



জেনুমেছা করিম  
অতিরিক্ত সচিব  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

## আন্বায়কের কথা

অপ্রতিরোধ্য গতিতে বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে। উন্নয়নের মহাসড়কে বাংলাদেশ এখন ছুটে চলেছে। সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড, যা শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিগত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়ন করেছে, তা এ বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে। এ প্রতিবেদন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রদত্ত তথ্য-উপাত্তের শুদ্ধতা, যথার্থতা এবং বস্তুনির্ণিতার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় এবং বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রূতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়নে এ মন্ত্রণালয় বদ্ধপরিকর। বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১, রূপকল্প ২০৪১, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (২০২০-২০২৫) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কর্মপরিকল্পনা এবং এসডিজির লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে এ মন্ত্রণালয় সচেষ্ট। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার বিভিন্ন লক্ষ্য যেমন- রঞ্জানি প্রবাহ অব্যাহত রাখতে তৈরি পোষাক খাতে সুষম পরিবেশ বজায় রাখা, কর্মক্ষেত্রে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ, সমকাজে সমমজুরি নির্ধারণ, শিশুশ্রম নিরসন, শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন ইত্যাদি ক্ষেত্রে এ মন্ত্রণালয় মেত্তৃ প্রদান করে আসছে। শ্রম বান্ধব বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী মৃত, দূর্ঘটনায় আঘাতপ্রাণ শ্রমিক এবং শ্রমিক পরিবারবর্গকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয় তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের সুযোগ্য নেতৃত্বে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিভিন্ন সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে যার মধ্যে ‘কর্মসংস্থান অধিদপ্তর’ গঠন উল্লেখযোগ্য। মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতোমধ্যে জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। শ্রমিকদের অধিকার ও ন্যায়বিচার জোরদার করার জন্য পূর্বের ১০ (দশ)টি শ্রম আদালতের ধারাবহিকতায় আরও ০৩ (তিনি) টি শ্রম আদালত এই অর্থবছরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম হতে মুক্ত করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কর্মপরিকল্পনায় ৬টি শিল্প সেক্টরকে শিশুশ্রম মুক্ত করা এবং ৩৬০০ শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে। ২০২৫ সালের মধ্যে সকল ধরণের শিশুশ্রম নিরসনে এ মন্ত্রণালয় নিরলস কাজ করছে।

আশা করি ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্ত সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। এ প্রতিবেদন প্রকাশনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা উপন করছি।

বি. সুফিয়ে

জেনুমেছা করিম

আই এ এ কে এ ক থ

# সম্পাদনা পর্যবেক্ষণ

নির্দেশনায়

মোঃ এহচানে এলাহী  
সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

আহবায়ক

জেরুয়েছা করিম  
অতিরিক্ত সচিব

সদস্য

মোহাঃ অলিউল্লাহ মিয়া, যুগ্মসচিব  
মোঃ হুমায়ুন কবীর, যুগ্মসচিব  
মোঃ মহিদুর রহমান, যুগ্মসচিব  
মোর্শেদা আক্তার, উপসচিব  
শরীফ মোঃ ফরহাদ হোসেন  
বিমলেন্দু ভৌমিক, উপসচিব  
ড. অশোক কুমার বিশ্বাস, সিনিয়র সহকারী সচিব  
এ.এস.এম.মেহরাব হোসেন, সহকারী মেইনটেন্যাঙ্ক ইঞ্জিনিয়ার  
মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান মোড়ল, প্রশাসনিক কর্মকর্তা

সদস্য-সচিব

নাইমা আফরোজ ইমা  
সিনিয়র সহকারী সচিব

সর্বস্বত্ত্ব

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল : ১৩ অক্টোবর, ২০২২

# সূচিপত্র

অধ্যায় ১	মন্ত্রণালয় পরিচিতিঃ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	১৩
অধ্যায় ২	শ্রম কল্যাণমূলক কার্যক্রম	২৯
অধ্যায় ৩	আইন, বিধি, নীতি সংক্রান্ত কার্যক্রম	৩৭
অধ্যায় ৪	পরিকল্পনা ও উন্নয়ন	৪১
অধ্যায় ৫	কর্মপরিকল্পনা ও কর্মকৌশল বাস্তবায়ন	৪৫
অধ্যায় ৬	ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৫১
অধ্যায় ৭	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (মুজিববর্ষ) উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম	৫৫
অধ্যায় ৮	২০২১-২২ অর্থবছরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন	৬৩
অধ্যায় ৯	কোভিড-১৯ অতিমারীকালীন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম	৭৫
অধ্যায় ১০	কর্মসংস্থান অধিদপ্তর গঠন	৭৯
অধ্যায় ১১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি	৮১
অধ্যায় ১২	বিবিধ (প্রশাসনিক ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম)	৮৩
অধ্যায় ১৩	ILO CONVENTIONS RATIFIED BY BANGLADESH	৮৫
পরিশিষ্ট-১	কর্মকর্তাগণের তালিকা	৮৯
পরিশিষ্ট-২	ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম হিসেবে চিহ্নিত কাজের তালিকা	৯৩

“আপনি চাকরি করেন আপনার মাইনে দেয় ঐ গরীব  
কৃষক, আপনার মাইনে দেয় ঐ গরীব শ্রমিক।  
আপনার সংসার চলে ঐ টাকায়। ওদের সম্মান করে  
কথা বলুন, ওদের ইজ্জত করে কথা বলুন, ওরাই মালিক।”

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



# অধ্যায়

## ০১



## মন্ত্রণালয় পরিচিতি : শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

১৯৭৬ সালে স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, শ্রম ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় নামেই মূলতঃ এ মন্ত্রণালয়ের যাত্রা শুরু। অতঃপর বিভিন্ন বাস্তবতার আলোকে একাধিকবার নাম পরিবর্তন করে বর্তমানে এটি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক বজায় রেখে উৎপাদনমুখ্যী কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণকে অগ্রাধিকার দিয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক মূলতঃ শ্রম কল্যাণ, শিল্প কর্মসংস্থান ও শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন, শ্রম আদালত ও শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের গঠন ও প্রশাসনিক কার্যাবলী, নিম্নতম মজুরী বোর্ড গঠন ও এর সুপারিশ প্রণয়ন, রাষ্ট্রীয়ত্ব ও বেসরকারী শিল্প শ্রমিকের মজুরী কমিশন গঠন, তার সুপারিশ বাস্তবায়ন

এবং বিভিন্ন সংস্থার চাকুরী অত্যাবশ্যকীয় ঘোষণা, অধিকারের পাশাপাপশি দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি, প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান, শ্রমিকের স্বাস্থ্য চিকিৎসা, শ্রমিকের মেধাবী সন্তানদের শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বিষয়ক কার্যাবলি, শ্রম আইনসমূহ বাস্তবায়ন, শ্রম আদালতের মাধ্যমে শ্রম ক্ষেত্রে সুবিচার নিশ্চিত করা, শ্রমিকের জন্য ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণসহ মানবসম্পদ উন্নয়ন ও শিশুশ্রম নিরসনে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহ হলো কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর, শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল, নিম্নতম মজুরী বোর্ড, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ও কেন্দ্রীয় তহবিল।

সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী মন্ত্রণালয় এবং অধিনস্থ দপ্তরগুলোকে আইটি/ডিজিটাল এর আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। আরও বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের **ওয়েবসাইট** ([www.mole.gov.bd](http://www.mole.gov.bd)) হালনাগাদ করণসহ শ্রম আইন-নীতি সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য নিয়মিত ওয়েবসাইটে আপলোড করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর-পরিদপ্তরে ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের A2। প্রকল্পের আওতায় শ্রম অধিদপ্তরের ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত শ্রম পরিদপ্তর এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে রূপান্তর করে জনবল কাঠামো অনেক বৃদ্ধি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অধীনস্থ কার্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করে এর জনবল কাঠামো ১৯৩ হতে ১১৫৬ জনে উন্নীত হয়েছে। এ অর্থবছরেই শ্রম আদালতের সংখ্যা

১০টি হতে বৃদ্ধি করে ১৩টি করা হয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমান কর্মসংস্থান পরিস্থিতি, শ্রম বাজার, আর্থ-সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, কর্মে নিয়োগ এবং কর্মের জন্য

জনশক্তিকে উপযুক্ত ও দক্ষ করে কর্মসংস্থান উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য ইতোমধ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় ‘কর্মসংস্থান অধিদপ্তর’ গঠনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। কর্মসংস্থান অধিদপ্তর গঠনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নীতিগত অনুমোদন দিয়েছেন।

মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর / দপ্তর / সংস্থাসমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন ও এসডিজি বাস্তবায়ন এবং পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়গুলো মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান কার্যপরিধির সাথে যুক্ত হওয়ায় মন্ত্রণালয়ের কাজের পরিধি বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে নতুন পদ সৃজনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।



## ভিশন (Vision)

শোভন (Decent) কর্মপরিবেশ এবং  
শ্রমিকদের উন্নত জীবনমান।

## মিশন (Mission)

শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ কর্ম পরিবেশ সৃজন, শান্তিপূর্ণ  
শিল্প সম্পর্ক বজায় রাখা, শিশুশ্রম নিরসন এবং দক্ষ  
শ্রমশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।



## মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি (Functions)

- ▶ শ্রমিকদের শিক্ষা, কল্যাণ সাধন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান;
- ▶ শ্রম প্রশাসন, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- ▶ ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন, শিল্প ও শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি, ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন এবং শিল্প কারখানা নিবন্ধন কার্যক্রম;
- ▶ শ্রম আইন ও বিধি প্রণয়ন, প্রয়োগ এবং শিশুশ্রম নিরসনে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;
- ▶ শ্রম ও শিল্পকল্যাণ সম্পর্কিত জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন;
- ▶ কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ;
- ▶ দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মানব সম্পদের দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মমুখী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সমন্বয়;
- ▶ শ্রম ও জনশক্তি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আইএলওসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে কাজ করা ও চুক্তি সম্পাদন;
- ▶ ব্যক্তি মালিকানাধীন বিভিন্ন শিল্প সেক্টরে মজুরি বোর্ড গঠন ও ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়ন;
- ▶ শ্রম ও শিল্পকল্যাণ বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন; এবং
- ▶ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের কার্যক্রম তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ।

মহান মে দিবস ২০২২-এর প্রতিপাদ্য

“  
শ্রমিক মালিক একতা  
উন্নয়নের নিশ্চয়তা  
”

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি  
দিবস ২০২২-এর প্রতিপাদ্য

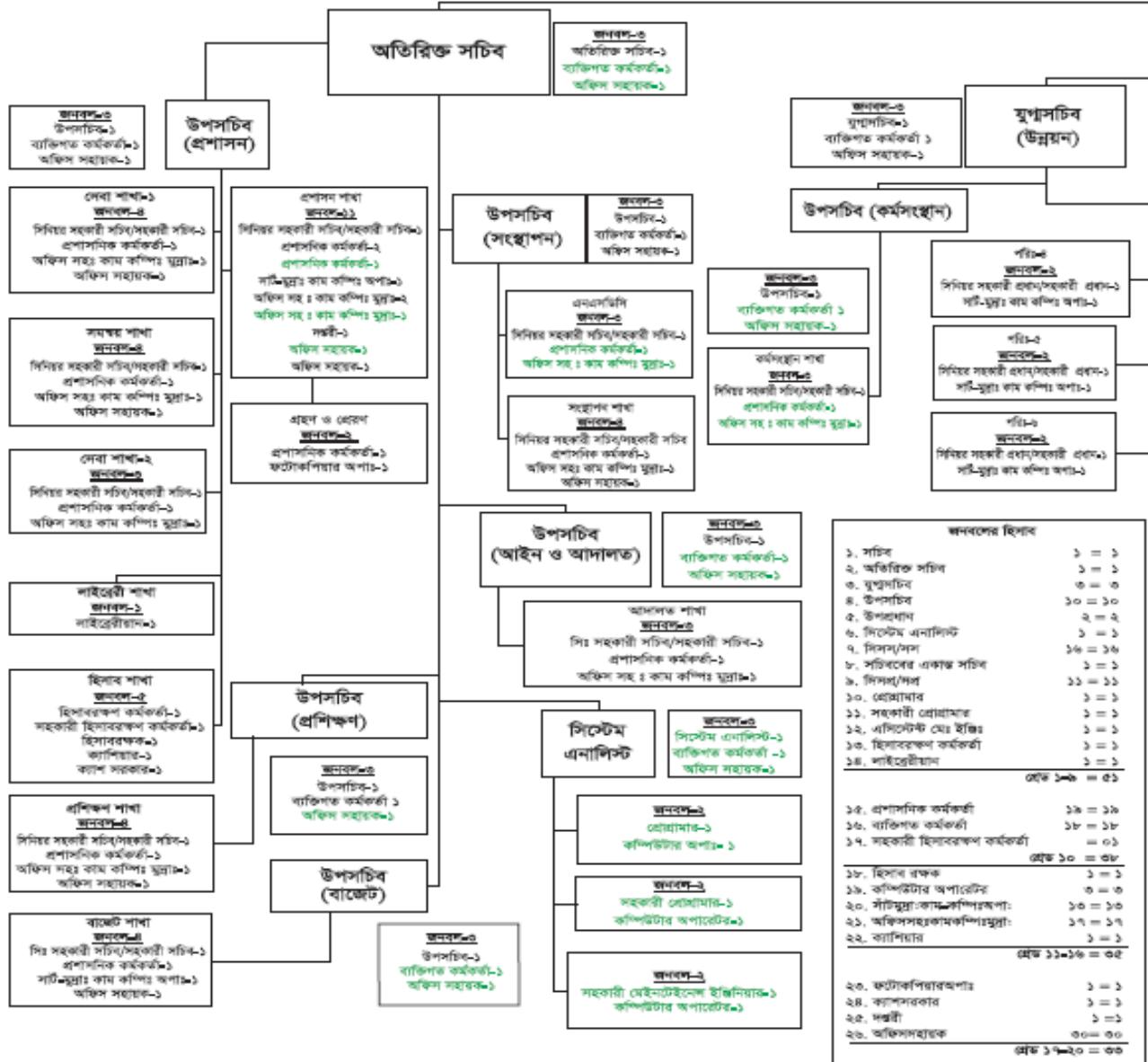
“  
নিশ্চিত করি শোভন কর্মপরিবেশ,  
সমৃদ্ধ হবে বাংলাদেশ  
”

বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস ২০২২-এর প্রতিপাদ্য

“  
শিশুশ্রম বন্ধ করি  
সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণ  
নিশ্চিত করি  
”



- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Welfare of labour including labour and non-agricultural employment.</li> <li>2. Industrial employment and social security.</li> <li>3. Trade Unions, Industrial and Labour disputes, Labour Courts, Wage Boards and Industrial Workers Wages Commission.</li> <li>4. Labour statistics.</li> <li>5. Administration of Labour Laws and Rules made thereunder.</li> <li>6. Labour research including compilation of labour statistics.</li> <li>7. Dealings and agreements with international organizations in the field of labour and manpower.</li> <li>8. International Labour Organization (I.L.O)</li> <li>9. Labour Conferences.</li> <li>10. National policy regarding labour and industrial welfare.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Employees Social Security and Social Insurance Laws.</li> <li>12. Labour Administration and Training.</li> <li>13. Administration of Essential Services (Maintenance Ordinance).</li> <li>14. Administration of laws connected with safety and welfare in mines and quarries.</li> <li>15. Administration of Minimum Wages legislation.</li> <li>16. Worker's education.</li> <li>17. Matters relating to Bureau of Manpower Training.</li> <li>18. Discipline in industry.</li> <li>19. Constitution of Wage Boards for individual industries.</li> <li>20. Regulation of working conditions of industrial workers.</li> <li>21. Evaluation of the implementation of labour and industrial welfare laws and policies.</li> </ol> |
|---|--|



# কাঠামো

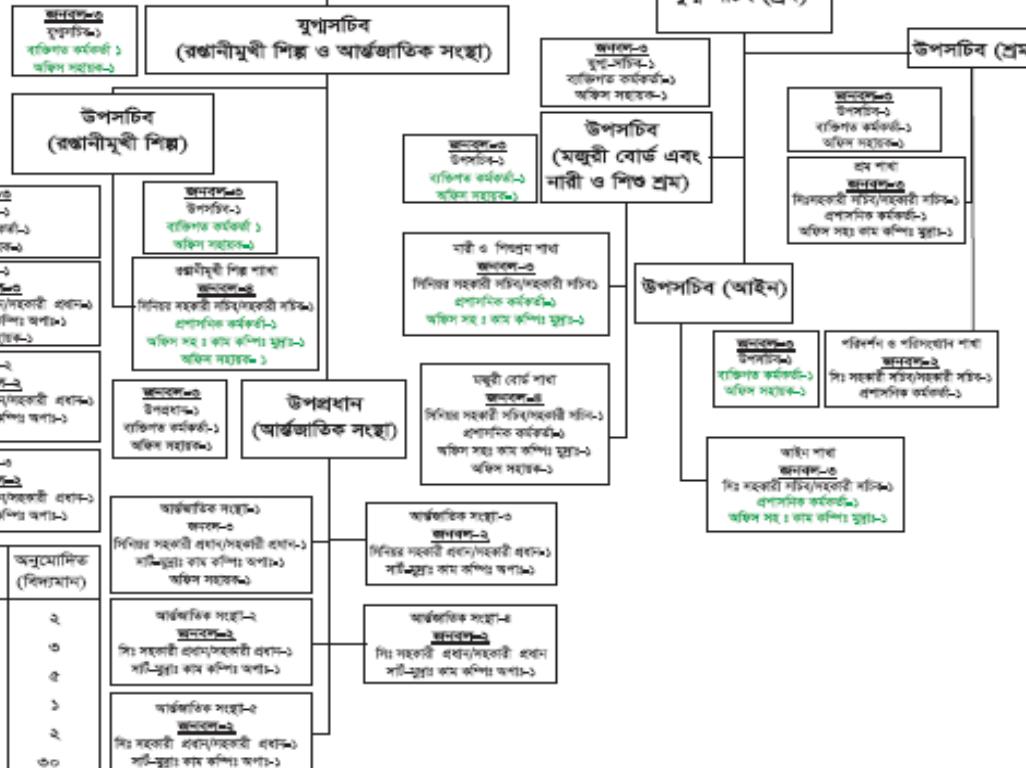
## and Employment the Ministry

22. Social Security measure for labour.
23. Coordination of activities of other Ministries and organizations in connection with labour and industrial welfare.
24. Manpower research including compilation of manpower statistics.
25. National policy regarding manpower employment:
  - (a) Resettlement and employment of demobilized personnel.
  - (b) Administration of Essential Personnel (Registration) Ordinance, 1948.
26. Employment (Record of Service) Act, 1951.
27. National manpower problems.
28. National Council for Skill Development and Training.
29. (a) Apprenticeship in plan training.

- (b) Skill training policy including standardization, testing and certification.
- (c) National Committee for Skill development and Training.
30. Secretariat administration including financial matters.
31. Administration and control of subordinate offices and organizations under this Ministry.
32. Liaison with International Organizations and matters relating to treaties and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Ministry.
33. All laws on subjects allotted to this Ministry.
34. Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Ministry.
35. Fees in respect of the subjects allotted to this Ministry except fees taken in courts.

## সচিব

অন্যথা- ৫  
একাত্তর সচিব- ১  
মার্কিন কর্মসূচী- ১  
অফিস সহ কাম মুদ্রণ- ১  
অফিস সহায়ক- ২



ক্র/ নং	বাস্তিব্য ও অফিস সহায়ী কর্মসূচির বিবরণ	অন্যমৌলিক (সিলেক্টেড)
১.	জীৱী	২.
২.	কৃষি	৩
৩.	মাইক্রোলাপ	৫
৪.	যোগিয়াইকেল	১
৫.	একারণ্তুলার	২
৬.	কম্পিউটার	৩০
৭.	মুক্তিকোষিত যোগিয়া	২
৮.	ইলেক্ট্রনিক	২.৪

গোত্র ১-৯	= ৫১
গোত্র ১০	= ৫৮
গোত্র ১১-১৬	= ৫২
গোত্র ১৭-২০	= ৫৫
সর্বমোট	= ১৫৭

অস্থায়ী পদ = সর্বোচ্চ কালিকে চিহ্নিত  
স্থায়ী পদ = কালো কালিকে চিহ্নিত

## শ্রম ও ক্ষমতাবান মন্ত্রণালয়

শ্রম অধিদপ্তর

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রম আপীলটাইব্যুনাল

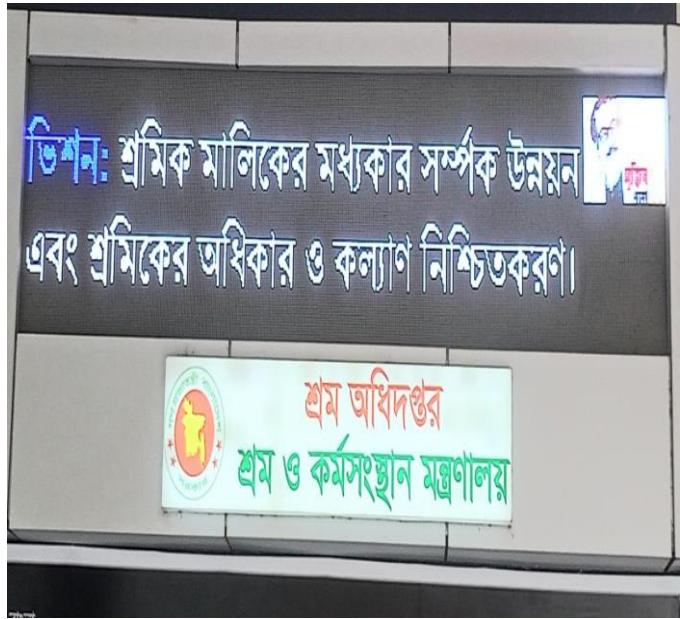
নিম্নতম মজুরি বোর্ড

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন

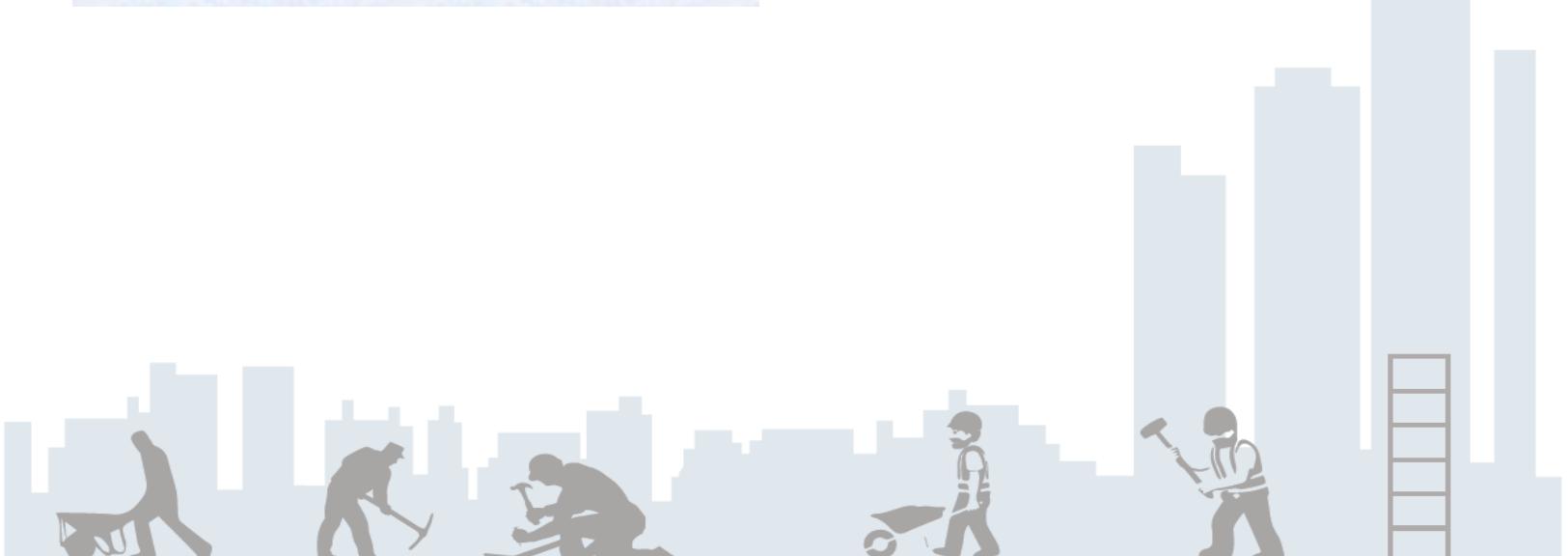
কেন্দ্রীয় তহবিল

## শ্রম অধিদপ্তর

শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ, ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ, সরকারের গৃহীত বিভিন্ন শ্রম কল্যাণমূলক কর্মসূচি পরিচালনা ও বাস্তবায়ন, শ্রম আইন ও অধিকার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা এবং শ্রম সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করাসহ বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬, বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এবং শ্রম সংক্রান্ত সকল আইন ও বিধি অনুসরণপূর্বক দেশের শ্রম সেক্টরে সুষ্ঠু শ্রম সেবা প্রদানের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শ্রম অধিদপ্তরের সৃষ্টি। শ্রম অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ তার অধীন ৫২টি দপ্তরে ৯২১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ অনুমোদিত রয়েছে। এ অধিদপ্তরের প্রধানের পদনাম: মহাপরিচালক, যিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিব। শ্রম অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, ৬টি বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, ০৯টি আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর,



৪টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন ও ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে এ অধিদপ্তর শ্রম সম্পর্কিত যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে।



## কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ভারতীয় উপমহাদেশে শ্রম বিষয়ক প্রথম আইন কারখানা আইন ১৮৮১ প্রবর্তনের মাধ্যমে শ্রম প্রশাসন ব্যবস্থার অংশ হিসেবে কর্মক্ষেত্রে সরকারি পরিদর্শন কার্যক্রম স্বীকৃত হয় এবং পরবর্তীতে প্রবর্তিত অন্যান্য শ্রম আইনেও সরেজমিন পরিদর্শনের বিধান রাখা হয়। শ্রম প্রশাসন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ১৯২০ সালে মাদ্রাজ ও বঙ্গদেশে দুটি লেবার কমিশনার পদ এবং লেবার কমিশনারের অধীনে অতিরিক্ত লেবার কমিশনার, ডেপুটি লেবার কমিশনার, সহকারি লেবার কমিশনার ও লেবার অফিসার পদ সৃষ্টি করা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে লেবার কমিশনার পদ ও এর প্রতিষ্ঠানিক কার্যক্রম চালু থাকে। ১৯৫৮ সালে লেবার কমিশনার পদবি পরিবর্তন করে শ্রম পরিচালক করা হয়। উল্লেখ্য যে, শ্রম প্রশাসনের অংশ হিসেবে শ্রম পরিদর্শন কর্মকাণ্ড প্রথমে লেবার কমিশনার ও পরবর্তীতে শ্রম পরিচালকের প্রশাসনিক কর্তৃত্বে পরিচালিত হতো। তবে শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থার অধিভুক্ত শ্রম আইনের ব্যাপকতার প্রেক্ষিতে পরিদর্শন কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্য এবং সর্বোপরি আই.এল.ও কনভেনশন-৮১ এর প্রতিদায়বন্ধতার অংশ হিসেবে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের শ্রম নীতি ও এয়ার ভাইস মার্শাল নূর খানের রিপোর্টের ভিত্তিতে শ্রম পরিদর্শন সম্পর্কিত ৮১ নং



আই.এল.ও কনভেনশন অনুযায়ী ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ০১ জুলাই কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরের সৃষ্টি হয়। সে সময়ে বিদ্যমান শ্রম আইনসমূহের জন্য প্রধান পরিদর্শক পদকে পরিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী হিসেবে আইনগত ক্ষমতা দেয়া হয়। সারা দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রমিক-মালিকের মধ্যে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃজনে কাজ করছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী শ্রমিকদের নিয়োগ পদ্ধতি, কর্মসূচা ও মজুরি প্রদান নিশ্চিতকরণ ছাড়াও পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি এবং কল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহ বাস্তবায়নে কাজ

করে যাচ্ছে ডাইফ। কর্মক্ষেত্রে শৃঙ্খলা সমন্বয়ের রেখে সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে সমন্বয়ের কাজ করে যাচ্ছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন এই অধিদপ্তর। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের আইনগত অধিকার বাস্তবায়নসহ শোভন, স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টির দায়িত্ব পালন করছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। স্বতন্ত্র পরিদপ্তরের হিসেবে অস্তিত্ব লাভের পর সে সময়ে প্রচলিত শ্রম সম্পর্কিত ৪৬ টি আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা ও রেগুলেশন শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে বলবৎ করার দায়িত্ব পরিদর্শন পরিদপ্তরের উপর ন্যস্ত হয়। ঢাকায় প্রধান কার্যালয়সহ পুরাতন চারটি বিভাগে চারটি বিভাগীয় কার্যালয় ও ২২টি শাখা কার্যালয়ের মাধ্যমে পরিদপ্তরের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো। সর্বশেষ, বাংলাদেশের পোশাকখাতে সৃষ্টি করেকটি দুর্ঘটনা এবং আন্তর্জাতিক মহলের

চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমজীবী মানুষের কর্মস্থলের সেইফটি, স্বাস্থ্য, কল্যাণসহ আইনগত অধিকার নিশ্চিত করতে ২০১৪ সালের ১৫ জানুয়ারি পরিদপ্তরকে “কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর”-এ উন্নীত করা হয়। অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহীর পদবি হলো “মহাপরিদর্শক”, যিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব পদব্যাদার একজন কর্মকর্তা। বর্তমানে ঢাকায় অবস্থিত ০১ টি প্রধান কার্যালয় ও এর আওতাধীন জেলা পর্যায়ের ২৩টি অফিসের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে অবদান রাখার নিমিত্তে নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ সৃজনের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিতকরণের জন্য অধিদপ্তরটি কাজ করে যাচ্ছে।

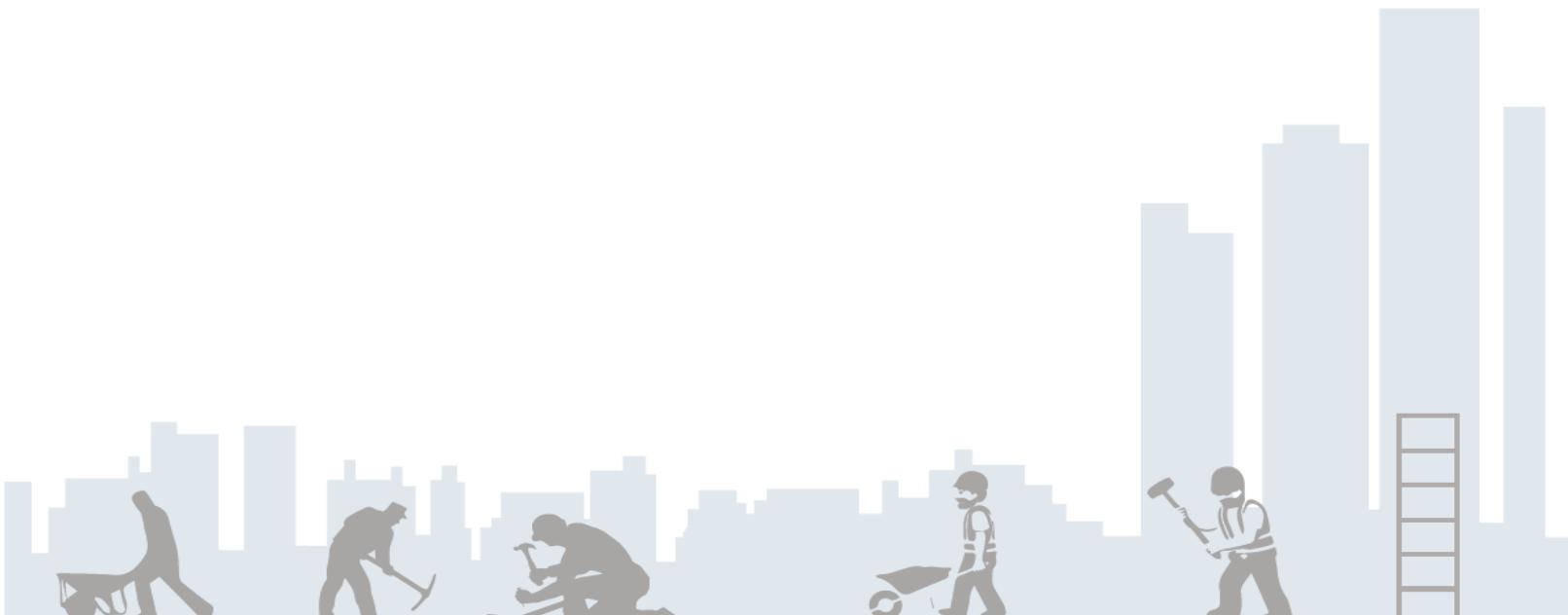


## নিম্নতম মজুরি বোর্ড



বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ী বেসরকারি শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরী নির্ধারণ এবং প্রতি ৫ বছর অন্তর যে কোনো ব্যক্তিমালিকানাধীন বা বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মচারীদের নিম্নতম

মজুরি হার পুনঃনির্ধারণ করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিম্নতম মজুরী বোর্ড গঠন করা হয়েছে। বেসরকারি শিল্প সেক্টরের শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরি নির্ধারণের জন্য নিম্নতম মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ একজন নিরপেক্ষ স্থায়ী সদস্য, মালিক পক্ষের একজন স্থায়ী সদস্য, শ্রমিক পক্ষের একজন স্থায়ী সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পের মালিক ও শ্রমিক পক্ষের দুইজন সদস্য অর্থাৎ মোট ছয় জন সদস্য নিয়ে নিম্নতম মজুরি বোর্ড গঠিত হয়। সাধারণত ৫(পাঁচ) বছর অন্তর শিল্প সেক্টরসমূহের নিম্নতম মজুরি পুনঃনির্ধারণ করা হয়। মুদ্রাস্ফীতি, বাজার মূল্য, জনগণের জীবন যাত্রার মান, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ইত্যাদি নানাবিধ অর্থনৈতিক সূচকের ভিত্তিতে নিম্নতম মজুরি পুনঃনির্ধারণ করা হয়।



## শ্রম আপীল ট্রাইবুনাল

শ্রমিক ও মালিক পক্ষের শিল্প বিরোধ সম্পর্কিত অধীমাংসিত বিষয়ে রায় প্রদানসহ বিচার বিভাগীয় কার্যাবলী সম্পন্ন করার নিমিত্ত শ্রম আপীল ট্রাইবুনাল গঠিত হয়েছে। ঢাকায় অবস্থিত ৩টি, চট্টগ্রামে ২টি, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল ও রংপুরে ১টিসহ মোট ১০টি শ্রম আদালত দায়েরকৃত মামলাসমূহ প্রাথমিকভাবে সংশ্লিষ্ট শ্রম আদালতের মাননীয় চেয়ারম্যানগণ (জেলা ও দায়রা জজ) কর্তৃক বিচার করা হয়। শ্রম আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে সংকুল পক্ষ শ্রম আপীল ট্রাইবুনালে আপীল দায়ের করতে পারে। সংকুল পক্ষ শ্রম আপীল ট্রাইবুনালে আপীল দায়ের করলে উক্ত ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান (বিচারপতি) ও সদস্য মহোদয় এ বিষয়ে রায় প্রদান করেন। শ্রম আপীল



ট্রাইবুনাল ও ১০টি শ্রম আদালতের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ৬৩৪৮ টি ও নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ৬৯৭১ টি। এছাড়া নবগঠিত কুমিল্লা, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ জেলায় আরও ৩টি শ্রম আদালত খুব শীত্রই কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছে।



## বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। এ সংস্থা অসুস্থ শ্রমিকের চিকিৎসার ব্যবস্থা ও আর্থিক সাহায্য প্রদান, দুর্ঘটনায় মৃত শ্রমিকের পরিবারকে সহায়তা প্রদান, শ্রমিক পরিবারের মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, শ্রমিকদের জীবনবীমা সুবিধা প্রদান, মাতৃত্ব কল্যাণসহ বাংলাদেশে সকল স্তরের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে শ্রমিক-পরিবারের জন্য নানারকম কল্যাণমূলক কাজ পরিচালনা করে থাকে। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন-এর প্রধানের পদনাম: মহাপরিচালক, যিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব। ফাউন্ডেশনের ২০ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ড রয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান এবং ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক উক্তপরিচালনা বোর্ডের সদস্য-সচিব। এছাড়া, শ্রম অধিদপ্তরের শ্রম পরিচালক এবং অর্থ বিভাগ, বন্ধু ও পাট

মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব বা তদুদ্বৰ্তন পদবর্যাদার পর্যায়ের ১ জন করে কর্মকর্তাসহ কমপক্ষে একজন করে মহিলা প্রতিনিধিসহ মালিক ও শ্রমিক পক্ষের ৫ জন করে প্রতিনিধি উক্ত পরিচালনা বোর্ডের সদস্য। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ এর ধারা ১৪ এর আওতায় বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের একটি ‘শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল’ রয়েছে। উক্ত তহবিল থেকে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক, কর্মচারী ও তাদের পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। উক্ত তহবিলের প্রধান উৎস হচ্ছে- ব্যবসা প্রতিষ্ঠান/কোম্পানীর মুনাফার একটি অংশ। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০১৩ সনে সংশোধিত) এর ২৩৪(খ) ধারার বিধান মোতাবেক কোনো কোম্পানির মালিক প্রত্যেক বৎসর শেষ হবার অনুন্নত নয় মাসের মধ্যে, পূর্ববর্তী বৎসরের নীট মুনাফার পাঁচ শতাংশ ( $5\%$ ) অর্থ  $৮০:১০:১০$  অনুপাতে যথাক্রমে অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে প্রদান করে থাকে।

## ফাউন্ডেশনের তহবিল হতে প্রদেয় অনুদানের পরিমাণ

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি মেডিকেল কলেজে  
এবং উচ্চশিক্ষার জন্য পর্যায়ক্রমে সর্বোচ্চ ৩,০০,০০০ টাকা শিক্ষাব্রতি প্রদান করা হয়।

কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনাজনিত কারণে কোন শ্রমিক দৈহিক বা মানসিকভাবে স্থায়ী অক্ষম হলে অথবা মৃত্যুবরণ করলে  
২,০০,০০০ টাকা

মৃতদেহ পরিবহন ও সৎকারের জন্য ২৫,০০০ টাকা

জরুরী চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য ৫০,০০০ টাকা

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত মহিলা শ্রমিকের মাত্র কল্যাণ ২৫,০০০ টাকা

শ্রমিকের দূরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার জন্য সহায়তা ১,০০,০০০ টাকা



## কেন্দ্রীয় তহবিল

বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধনী আইন-২০১৮)-এর ধারা ২৩২ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫-এর বিধি ২১২ এবং ২১৩ অনুযায়ী শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় কেন্দ্রীয় তহবিল গঠিত হয়। এ তহবিল পরিচালনার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী-কে চেয়ারম্যান করে কেন্দ্রীয় তহবিল পরিচালনা বোর্ড গঠন করা হয়। শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী ‘কেন্দ্রীয় তহবিল’-এর অর্থের উৎস হলো: শতভাগ রপ্তানিমূখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কার্যাদেশের বিপরীতে প্রাপ্ত মোট অর্থের ০.০৩%; ক্রেতা বা কার্যাদেশ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাধীন অনুদান; সরকার কর্তৃক প্রদত্ত স্বেচ্ছাধীন অনুদান; দেশি-বিদেশি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্বেচ্ছাধীন অনুদান; এবং তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত মুনাফা। ‘কেন্দ্রীয় তহবিল’-এর অধীন ‘সুবিধাভোগী কল্যাণ হিসাব’ এবং (২)‘আপদকালীন হিসাব’ নামে ২টি হিসাব রয়েছে। ‘কেন্দ্রীয় তহবিল’-এ প্রাপ্ত মোট

অর্থের শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ ‘সুবিধাভোগী কল্যাণ হিসাব’ এবং অবশিষ্ট শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ ‘আপদকালীন হিসাব’-এ জমা হয়। এ তহবিল হতে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত কারণে অথবা পেশাগত রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে অথবা পরবর্তীতে মৃত্যু ঘটলে অথবা কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত কারণে অথবা পেশাগত রোগে আক্রান্ত হয়ে স্থায়ী অক্ষমতা ঘটলে সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগী বা তার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী ও পোষ্যকে ২,০০,০০০/- (দুইলক্ষ) টাকা এবং অনুদান প্রদান এবং কর্মকালীন দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে কোনো অঙ্গহানি ঘটলে যা স্থায়ী অক্ষমতার কারণ না হলে তাকে অনধিক ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। এছাড়া, কোনো কারখানা বা প্রতিষ্ঠান স্থানান্তর বা স্থায়ীভাবে বন্ধ হলে বোর্ড কর্তৃক সুবিধাভোগীদের পাওনা অর্থের সমুদয় বা আংশিক পরিশোধ করা হয়।



# অধ্যায়

## ০২



### শ্রম বকল্যাণগুলক কার্যক্রম

#### ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন



এসডিজি (Sustainable Development Goals)-এর একটি লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে শিশুশ্রম নিরসন। এ লক্ষ্য অর্জনে ২০২৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে সকল প্রকার শিশুশ্রম থেকে মুক্ত করার জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শিশুদের জন্য পূর্বে ঘোষিত ৩৮টি ঝুঁকিপূর্ণ কাজের সাথে ২০২১-২২ অর্থবছরে

আরও ৫টি কাজ তালিকাবদ্ধ করে মোট ৪৩টি ঝুঁকিপূর্ণ কাজের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে এবং এসব কাজে কোন শিশুকে নিয়োগ করা যাবে না মর্মে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যে সকল শিল্পে এখনো শিশুদেরকে শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত করা হচ্ছে, সে সকল শিল্প মালিকদের বিকল্পে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত ‘বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন’-শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ে (২০০১-২০০৪ সাল) ১০,০০০ জন, ২য় পর্যায়ে (২০০৫-২০০৯ সাল) ৩০,০০০ জন, ৩য় পর্যায়ে (২০১০-২০১৭ সাল) ৫০,০০০ জন শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। এ প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায়ে ২০১৮-২০২৫ সালের মধ্যে ১ লক্ষ শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম থেকে প্রত্যাহার ও তাদের পুনর্বাসন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা

হয়েছে। এ লক্ষ্যে ৬ মাসব্যাপী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও ৪ মাসব্যাপী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত সকল শিশুকে কর্মক্ষম করে তোলার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রতিটি শিশুকে মাসিক ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা করে এবং প্রশিক্ষণ শেষে ১০,০০০ শিশুকে আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তা করার জন্য উপকরণ ক্রয়ের নিমিত্ত এককালীন ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

## শ্রম পরিদর্শন

এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মাধ্যমে দেশের সকল কর্মক্ষম নাগরিকদের জন্য উৎপাদনমুখী, বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত, শোভন, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য নিয়মিত কাজ হচ্ছে শ্রম পরিদর্শন। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ৩১৯ এর ক্ষমতাবলে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ের ২৩ টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে

৬৪ জেলার কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে থাকে। শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে এবং শ্রম আইন বাস্তবায়নে এ পরিদর্শন কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিস্থিতি ও সেক্টর বিবেচনা করে নিয়মিত পরিদর্শন ঘোষিত (announced) এবং অঘোষিত (unannounced) দুইভাবেই করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে পরিদর্শকগণ কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে মোট ৪৩,৬৪৪ টি পরিদর্শন সম্পন্ন করেছেন।

## প্রসূতি কল্যাণ

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তরের শ্রম পরিদর্শকদের নিয়মিত পরিদর্শন ও মনিটরিং এর মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদেরকে বাংলাদেশ শ্রম আইনের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়। ২০২১-২০২২

অর্থবছরে মোট মাতৃত্বকল্যাণসুবিধাপ্রাপ্ত শ্রমিক সংখ্যা ১২,৬৬৪ জন এবং বিভিন্ন কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের মালিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নারী শ্রমিকগণকে প্রদানকৃত মোট আর্থিক সুবিধার পরিমাণ ৪৭,১০,৬৬,১৪৫ (সাতচাল্লিশ কোটি দশ লক্ষ ছেষটি হাজার একশত পঁয়তাল্লিশ) টাকা।



## ২০২১-২০২২ অর্থবছরের প্রসূতি কল্যাণ সুবিধাপ্রাপ্তি সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক	মাস	শ্রমিকের সংখ্যা	অর্থের পরিমাণ
১	জুলাই, ২০২১	১৩৪	৩৮৬৯৭৪৬
২	আগস্ট, ২০২১	১০০৮	৪০১৩৮৫২৭
৩	সেপ্টেম্বর, ২০২১	১১৯৮	৩৮৪২১৬৮২
৪	অক্টোবর, ২০২১	৬৩৮	২২৯৯৮০৩৪
৫	নভেম্বর, ২০২১	৬৪২	২৪০০৯৮৬১
৬	ডিসেম্বর, ২০২১	৭৬১	২৪৬৩০৮৫১
৭	জানুয়ারি, ২০২২	১৯৩১	৮৬০৬২৯৫১
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২২	২০৪৮	৭৩২৬৫১১৮
৯	মার্চ, ২০২২	১৫৯৮	৬১৬৪৯১৯৭
১০	এপ্রিল, ২০২২	৭২৩	২৭৭৪১১৮২
১১	মে, ২০২২	১১৯৩	৮২২৫১৯২৫
১২	জুন, ২০২২	৭৯০	২৬০৩১৮৭১
মোট		১২৬৬৪	৪৭১০৬৬১৪৫

উৎস: কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শন প্রতিবেদন, জুলাই, ২০২২

### টোল ফ্রি হেল্প লাইন (১৬৩৫৭)

২০১৫ খ্রিস্টাব্দে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে আইএলও-এর চুক্তির আওতায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মাধ্যমে একটি টোল ফ্রি হেল্পলাইন নম্বর (০৮০০৪৪৫৫০০০) চালু করা হয় (অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে টেলি কম্পালটেন্ট গ্রুপ কর্তৃক পরিচালিত)। হেল্পলাইনের মাধ্যমে শ্রমিকগণ তাদের পাওনাদি, চাকরিচ্যুতি, ছুটি, কর্মসংষ্টা, মাতৃত্বকল্যাণ প্রভৃতি বিষয়ে অভিযোগ দাখিল করতে পারেন।

### কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ

দেশব্যাপী কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে শ্রম পরিদর্শকগণ ঘটনাস্থল সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের মাধ্যমে দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ অনুসন্ধান, প্রতিবেদন তৈরি এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কারখানা মালিক ও শ্রমিক পক্ষকে যথাযথ পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া, বিশেষ কোন দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।

তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে পরবর্তী আইনানুগ পদক্ষেপ এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে দুর্ঘটনায় আহত এবং নিহত শ্রমিকদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ মোট ৩,১৭,৪৮,০০০ (তিনি কোটি সতেরো লক্ষ আটচাহাঁশ হাজার) টাকা মালিকপক্ষ কর্তৃক প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

### দুর্ঘটনা এবং ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত তথ্য

মাস	দুর্ঘটনার সংখ্যা	আহত/গুরুতর আহত	নিহত	ক্ষতিপূরণের পরিমাণ, টাকা
জুলাই, ২০২১	৩	৩৮	৫৬	২১০০০০
আগস্ট, ২০২১	৫	২	৫	০
সেপ্টেম্বর, ২০২১	৮	২	৮	৭৫০০০০
অক্টোবর, ২০২১	৫	২	৩	৩১১৮০০০
নভেম্বর, ২০২১	২	০	৬	৮০০০০০
ডিসেম্বর, ২০২১	৮	০	৮	১০৩৫০০০০
জানুয়ারি, ২০২২	৩	১	৩	৫০০০০০
ফেব্রুয়ারি, ২০২২	৫	১	৭	৯১৫০০০
মার্চ, ২০২২	৩	০	৫	৭৬০০০০
এপ্রিল, ২০২২	২	১	১	২০০০০০
মে, ২০২২	২	২	২	৮৭৫০০
জুন, ২০২২	৩	১৩১	৮২	১৪৪৩০০০০
মোট	৪৫	১৮০	১৪৬	৩১৭৪৮০০০

উৎস: সেইফটি শাখা, ডাইফ, ২০২২

### শিশুকক্ষ স্থাপন এবং শিশুকক্ষ স্থাপনে উদ্বৃদ্ধিকরণ সঙ্গ

কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদানের বিষয় বিবেচনায় রেখে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। নারীবান্ধব এবং স্বাস্থ্যসম্মত কর্মক্ষেত্র নিশ্চিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন



একটি শিশু কক্ষের চিত্র

করছে এই অধিদপ্তর। কর্মরত নারীর সন্তানদের জন্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শিশুকক্ষ (ডে-কেয়ার সেন্টার) স্থাপন করা হচ্ছে। ডাইফের তত্ত্বাবধানে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৫১৫টি কারখানা/প্রতিষ্ঠানে শিশুকক্ষ স্থাপন করা হয়েছে এবং এতদসংক্রান্ত ৪৩১টি উদ্বৃদ্ধকরণ সভা করা হয়েছে।

## নিম্নগ্রাম মজুরীর নির্ধারণ

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ১৪০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ১৩৯ এর উপ-ধারা (৬) মোতাবেক ০৫ বছর অন্তর অন্তর নিম্নতম মজুরী ঘোষণা করতে পারে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নিম্নতম মজুরী বোর্ডের আওতায় একাধিকবার ৪৩ (তেতালিশ)টি শিল্প সেক্টরের নিম্নতম মজুরী হার নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমান সরকার দেশে শ্রমজীবী মানুষের সঠিকভাবে শ্রমের মূল্য পাওয়ার লক্ষ্যে আরও ১৪ (চৌদ্দ)টি নতুন শিল্প সেক্টরকে নিম্নতম মজুরী নির্ধারণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। ২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে নির্মাণ ও কাঠ, সিকিউরিটি সার্ভিস, স মিলস শিল্প

সেক্টরের মজুরী হার নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমান অর্থ বছরে নিম্নতম মজুরী হার পুনঃনির্ধারণের পর ৫ (পাঁচ) বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এমন আরও ২৩টি শিল্প সেক্টরের মজুরী হার পুনঃনির্ধারণ এবং ১৪ (চৌদ্দ)টি নতুন শিল্প সেক্টর ঘোষণার কার্যক্রম মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। সরকার দেশের শ্রমঘন ও সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী তৈরি পোশাক শিল্প সেক্টরের শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী হার ১,৬৬২.৫০ টাকা থেকে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করে ৮,০০০ টাকায় এবং রাষ্ট্রায়ন্ত্র শিল্প কলকারখানা সমূহে কর্মরত শ্রমিকদের মজুরী হার ৪,১৫০ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৮৩০০ টাকায় উন্নীত করেছে।

ক্র/ নং	শিল্প সেক্টরের নাম	সর্বশেষ নিম্নতম মজুরী ও পুনঃনির্ধারণের বছর	নিকটতম পূর্ববর্তী নিম্নতম মজুরী ও পুনঃনির্ধারণের বছর	মজুরী বৃদ্ধির শতকরা হার
১.	স মিলস	১১০০০ (৬ জুন ২০২২)	৮৫০০ (২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪)	১৪৪.৮৮
২.	নির্মাণ ও কাঠ	১১৮০০ (১৭ আগস্ট ২০২১)	৬৯৫০ (৮ অক্টোবর ২০১২)	১৪৩.২৯
৩.	সিকিউরিটি সার্ভিস	৫৬০০ (০১ ফেব্রুয়ারি ২০২২)	-	-

১ম বার

২০২১-২০২২ অর্থবছরে শিল্প সেক্টরের নিম্নতম মজুরী নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারনের তথ্য

## বাধ্যতামূলক গ্রুপ বীমা প্রবর্তন

বাংলাদেশ শ্রম আইনের ধারা ৯৯ এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৫৬টি কারখানা/প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলক গ্রুপ বীমা চালু করা হয়েছে।

### সেইফটি কমিটি গঠন

বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার নির্দেশনা মোতাবেক কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে গঠিত সেইফটি কমিটির সংখ্যা ১১০৭ টি। সেইফটি কমিটি গঠন কার্যক্রমের শুরু থেকে জুন, ২০২২ পর্যন্ত আরএমজি

কারখানাগুলোতে ৩২৬৯ টি এবং নন আরএমজি কারখানাগুলোতে ২৬৯০ টি; মোট ৫৯৫৯ টি কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া অবশিষ্ট কারখানাসমূহে সেইফটি কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ক্রমিক নং	স্বামূলক কার্যক্রম/ বিষয়বস্তু	সংখ্যা
০১	ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন	৩৯৫৬টি
০২	সর্বিএ নির্বাচন	০৫ টি
০৩	সালিশ আবেদনের নিষ্পত্তি	২১ টি
০৪	অংশগ্রহণকারী কমিটির নির্বাচন	৮৫৫ টি
০৫	প্রশিক্ষণ সেবা প্রদান	১০৫৬৩ জন
০৬	স্বাস্থ্য সেবা প্রদান	১০৩৭৬৮ জন
০৭	পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান	৫১৯৯২ জন
০৮	বিনোদনমূলক সেবা প্রদান	১২৪৬৩৯ জন

২০২১-২২ অর্থবছরে শ্রম অধিদপ্তরের মাধ্যমে সময়সূচি শ্রম কল্যাণমূলক কার্যক্রম

### শ্রমিক অধিকার সুরক্ষা

শ্রমিক অধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের অধীন দণ্ডরসমূহ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শ্রমিক অধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট আইন, নীতিমালা, বিধিমালা প্রণয়নসহ সময়ে সময়ে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা, নিরাপদ কর্ম পরিবেশ এবং শ্রম আইন যথাযথভাবে প্রতিপালনের বিষয়টি প্রতিনিয়ত মনিটর করা হচ্ছে। শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক শ্রমিকদের সংগঠন সংক্রান্ত বিষয়াদি, সালিশী কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণের বিষয়টি দেখভাল করা হয়। সমগ্র দেশে বিস্তৃত ১৩টি শ্রম আদালত

এবং একটি শ্রম আপীল ট্রাইবুনালের মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার সংক্রান্ত দাবী, ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিকদের আইনী প্রতিকার পাওয়ার বিষয় নিশ্চিত করা হচ্ছে। ন্যূনতম মজুরী বোর্ড প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন সেক্টরে মজুরী নির্ধারণের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করার মাধ্যমে শ্রমিক অধিকার সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সর্বোপরি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন দণ্ডরসমূহের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রমিক অধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে সুসংহত ভূমিকা পালনসহ যুগপোয়েগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

## ২০২১-২২ অর্থবছরে কেন্দ্রীয় তহবিলের মাধ্যমে সম্পাদিত শ্রম কল্যাণমূলক ব্যবস্থা

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কেন্দ্রীয় তহবিল হতে করোনাকালীন সময়ে (২০২১-২০২২ অর্থবছরে) ও বিকেএমইএ এর অন্তর্ভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকের মৃত্যুজনিত সহায়তা বাবদ বিজিএমইএ কর্তৃক ৪৬৫ জন শ্রমিকের পরিবারবর্গকে ৯,২৭,০০,০০০/- (নয় কোটি সাতাশ লক্ষ) টাকা, বিকেএমইএ কর্তৃক ৩০৮ জন শ্রমিকের পরিবারবর্গকে ৬,১৬,০০,০০০/- (ছয় কোটি ষোল লক্ষ) টাকা চিকিৎসা সহায়তা বাবদ বিজিএমইএ কর্তৃক ৬২৫ জন শ্রমিকের পরিবারবর্গকে ১,৯৪,২৮,০০০/- (এক কোটি

চুরানৰই লক্ষ আটাশ হাজার) টাকা, বিকেএমইএ কর্তৃক ১২০ জন শ্রমিকের পরিবারবর্গকে ৪৩,৬৭,০০০/- (তেতাণ্ণি লক্ষ সাতবত্তি হাজার) টাকা এবং শিক্ষা সহায়তা বাবদ বিজিএমইএ কর্তৃক ২৫৪ জন শ্রমিকের পরিবারবর্গকে ৫০,৮০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ আশি হাজার) টাকা, বিকেএমইএ কর্তৃক ০৩ জন শ্রমিকের পরিবারবর্গকে ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া বন্ধ কারখানায় আর্থিক সহায়তা বাবদ বিভি গার্মেন্টসকে সর্বমোট ২৫,০০,০০০/- (পঁচিশ লক্ষ) টাকা এককালীন প্রদান করা হয়।

## ২০২১-২২ অর্থবছরে শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সম্পাদিত শ্রম কল্যাণমূলক ব্যবস্থা

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে ২০২১-২২ অর্থবছরে কর্মরত ৩,২৬৯ জন শ্রমিককে চিকিৎসা সহায়তা বাবদ ১৩,৮৩,৫৫,০০০/- (তের কোটি তি঱াশি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা, কর্মরত অবস্থায় মৃত ৭৯ জন শ্রমিকের পরিবারকে ৮৭,৮০,০০০/- (সাতাশি লক্ষ আশি হাজার) টাকা, শ্রমিক সন্তানের শিক্ষা সহায়তা বাবদ ১৩১ জনকে ৫৯, ২৫,০০০/- (উনষাট লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।



শ্রম আইনের আওতায় কেন্দ্রীয় তহবিল ও বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে  
তহবিল সংগ্রহ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান



# অধ্যায়

০৩



## আইন, বিধি, নীতি সংক্রান্ত কার্যক্রম

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮)

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে বর্তমান সরকার শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার মধ্য দিয়ে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রেখে, ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধশালী দেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক বজায় রাখার মধ্য দিয়ে কর্মসূলে সহযোগিতা, নিরাপদ কর্মপরিবেশ রক্ষা, শ্রমিকের অধিকার সুরক্ষা এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। আর এই ধারাবাহিকতায় ২৫টি আইনকে রাহিত করে শ্রম মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশ

শ্রম আইন, ২০০৬ যুগোপযোগী এবং আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ২০১৩ সালে ৭৮ টি এবং ২০১৮ সালে ৫০টি সংশোধনী আনায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন, অসং শ্রম আচরণ ও এন্টি ট্রেড ইউনিয়ন বিষয়ক Standard Operating Procedure (SOP) প্রণয়ন ও তা বাংলাদেশ শ্রম আইনে সংযোজনসহ বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ কে অধিকতর কার্যকর ও যুগোপযোগী করার জন্য সংশোধনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আনায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন, অসং শ্রম আচরণ ও এন্টি ট্রেড ইউনিয়ন বিষয়ক Standard Operating Procedure (SOP) প্রণয়ন ও তা বাংলাদেশ শ্রম আইনে সংযোজনসহ বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ কে অধিকতর কার্যকর ও যুগোপযোগী করার জন্য সংশোধনের কার্যক্রম চলমান

## বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫

শ্রমিক অধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দণ্ডরসমূহ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ কে অধিকতর কার্যকর ও যুগোপযোগী করার জন্য ২০২২ সালে ১০১ টি সংশোধনী আনায়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ কে আরো কার্যকর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ (সংশোধিত-২০২২) এ বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদান করে আরো সহজতর এবং শ্রমিক বান্ধব করা হয়েছে।

## অত্যাবশ্যক পরিষেবা আইন, ২০২২

মন্ত্রিসভা বৈঠকের ১৭/০৬/২০১৯ তারিখের সিদ্ধান্ত ‘সামরিক শাসনামলে জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহ এবং স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে ইংরেজি ভাষায় প্রণিত আইনসমূহ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংশোধনক্রমে বাংলা ভাষায় প্রণয়নের লক্ষ্যে স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে’। এর পরিপ্রেক্ষিতে ‘The Essential Services (Maintenance Act, 1952)’ এবং ‘The Essential Services (Second) Ordinance, 1958’

(East Pakistan Ordinance)’রহিত করে এর বিধানাবলি বিবেচনাপূর্বক আধুনিক ও যুগোপযোগী করে বাংলা ভাষায় ‘অত্যাবশ্যক পরিষেবা আইন, ২০২২’ নামে একটি নতুন আইনের খসড়া শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে মন্ত্রিসভা বৈঠকের নীতিগত অনুমোদনক্রমে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং শেষে মন্ত্রিসভা বৈঠকের চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

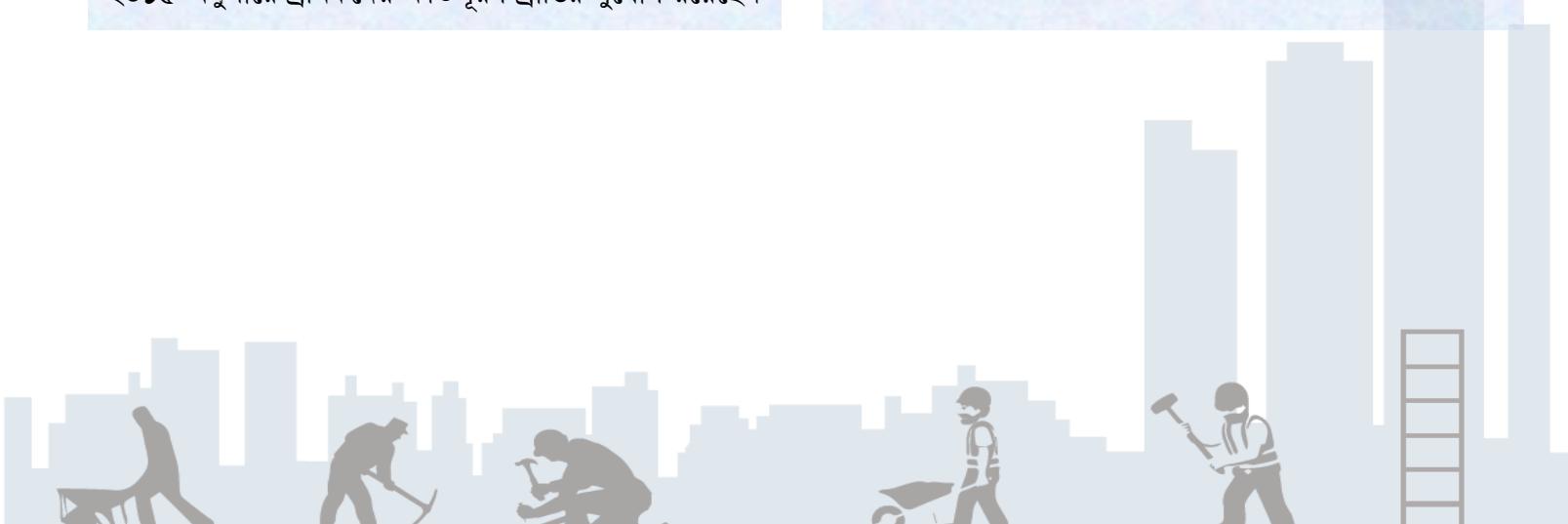
## গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫

দেশের আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় সরকার গৃহকর্মীদের জন্য পর্যায়ক্রমে আইনি কাঠামো তৈরিতে প্রতিশ্রূতিবদ্ধ। এ প্রেক্ষাপটে গৃহকর্মী নিযুক্ত বিপুল জনগোষ্ঠির সুরক্ষা ও কল্যাণার্থে পূর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়নের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতি গৃহকর্মী নিয়োজিত কর্মীদের কাজের শর্ত ও নিরাপত্তা, শোভন কর্মপরিবেশ, মজুরি ও কল্যাণ নিশ্চিত করা, নিয়োগকারী ও গৃহকর্মীদের মধ্যে সুসম্পর্ক সমুন্নত রাখা এবং কোন অসন্তোষ সৃষ্টি হলে তা নিরসনে দিকনির্দেশনা প্রদান করবে। এ নীতি সংবিধানে বিধৃত সমআধিকার এবং সকল নাগরিকের মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিতকরণের মূলনীতি বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

## রঞ্জানিমুখী শিল্পের কর্মহীন হয়ে পড়া ও দুঃস্থ শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০২০ (সংশোধিত-২০২২)

দেশের অর্থনীতিতে রঞ্জানিমুখী শিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। দুর্ঘটনা ও অসুস্থতাজনিত নানা কারণে এ খাতের শ্রমিকগণ ক্ষতিগ্রস্ত বা কর্মহীন হয়ে দুঃস্থ হয়ে পড়েন। কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারী সমগ্র পৃথিবীর অর্থনীতিতে নেতৃত্বাচক প্রভাব ফেলেছে। বাংলাদেশও এর থেকে ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশের প্রধান রঞ্জানিপণ্যের বাজার ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার দেশসমূহে এ মহামারীর কারণে রঞ্জানি ত্রাস পেয়েছে। এ সংকটের প্রভাবে দেশের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ রঞ্জানি খাত তথা তৈরি পোশাক এবং চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকাশিল্পসহ গুরুত্বপূর্ণ রঞ্জানিমুখী সেক্টরসমূহের একাধিক রঞ্জানিমুখী কারখানে লে-অফ এবং উৎপাদন সাময়িকভাবে স্থগিতকরণ বা সীমিতকরণে বাধ্য হয়েছে যার ফলস্বরূপ উদ্যোগ এবং শ্রমিক উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। কারখানা সাময়িক বন্ধ বা উৎপাদন সীমিত হলে শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮) ও শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুসারে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে।

সরকার কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে “তৈরি পোশাক এবং চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকাশিল্পে কর্মহীন হয়ে পড়া ও দুঃস্থ শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০২০” প্রণয়ন করে। পরবর্তীতে, দেশের সকল রঞ্জানিমুখী সেক্টরসমূহের দুঃস্থ শ্রমিকদের জরুরি মানবিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক “রঞ্জানিমুখী শিল্পের কর্মহীন হয়ে পড়া ও দুঃস্থ শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০২০ (সংশোধিত-২০২২)” প্রণয়ন করেছে। এ নীতিমালার আলোকে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শ্রম অধিদপ্তরের মাধ্যমে কর্মহীন হয়ে পড়া শ্রমিকদের প্রতিমাসে ৩০০০/- টাকা করে পরপর সর্বোচ্চ ০৩ মাসে ৩,৮৫২ জনকে সর্বমোট ৩, ৪৬,৬৮,০০০/- (তিনি কোটি ছেচলিশ লক্ষ আটষষ্ঠি হাজার) টাকা প্রদান করা হয়।



## জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি-২০২২

২০২১-২২ সালের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে ‘জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি-২০২২’ চূড়ান্তকরণের কাজ সূচক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সে প্রেক্ষিতে জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি-২০২২-এর খসড়াটি মন্ত্রিসভা বৈঠকে নীতিগত অনুমোদনের নিমিত্ত গত ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রিসভা বৈঠক কর্তৃক ০৬-০৪-২০২২ তারিখে ‘জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি-২০২২’ এর খসড়া অনুমোদন করা হয় এবং তা বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য কর্মসংস্থানের গুরুত্ব অপরিসীম। জাতীয় কর্মসংস্থান নীতির মূল লক্ষ্য জাতীয় উন্নয়নে সহায়ক, যুগোপযোগী, বৈষম্যহীন, অধিকারভিত্তিক, স্ব-উদ্যোগী ও উৎপাদনশীল পূর্ণ কর্মসংস্থান উৎসাহিত করা। দেশের সকল কর্মক্ষম কর্মসংস্থান প্রত্যাশী মানুষের কর্মের সুযোগ সৃষ্টি ও কর্মে নিয়োগের পথা নির্ধারণ,

কর্মসংস্থান এবং কর্মের জন্য জনশক্তিকে উপযুক্ত ও দক্ষ করে তোলার মাধ্যমে বেকারত্বহীন দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি। জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের অংশগ্রহণে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। তাছাড়া নীতি বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য সংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণে কৌশলপত্র ও নির্দেশিকা প্রণয়ন এবং জাতীয় পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হবে। এ উপলব্ধি থেকে এ খাতে সর্বোচ্চ নির্বাহী পর্যায়ের নেতৃত্ব ও সহযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় কর্মসংস্থান বিষয়ক একটি জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কর্মসংস্থান নীতি ও কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত ০৩ কোটি লোকের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের বেকারত্ব নিরসন করা সম্ভব হবে।



# অধ্যায়

০৪



## পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

### শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (MOLE) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ

#### বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪ৰ্থ পৰ্যায়) প্ৰকল্প

প্ৰকল্পটি ২৮৪৪৯.০৮ লক্ষ টাকা (জিওবি) প্ৰাকলিত ব্যয়ে  
জানুয়াৰি ২০১৮ হতে ডিসেম্বৰ ২০২৩ পৰ্যন্ত মেয়াদে  
বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্ৰকল্পটিৰ অনুকূলে ২০২১-২২ অৰ্থ বছৰে  
এডিপি-তে ৫৫০০.০০/- লক্ষ টাকা বৱাদ প্ৰদান কৱা  
হয়েছে। এ বৱাদেৰ বিপৰীতে জুন, ২০২২ পৰ্যন্ত

৫৪৭৭.৬১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা বৱাদেৰ ৯৯.৬০%।  
বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসনে  
অবদান রাখাই প্ৰকল্পেৰ দীৰ্ঘ মেয়াদী উদ্দেশ্য। আৱ নিৰ্ধাৰিত  
ঝুঁকিপূর্ণ কৰ্মক্ষেত্ৰ হতে শিশু শ্ৰমিক প্ৰত্যাহাৰ কৱা প্ৰকল্পেৰ  
স্বল্প মেয়াদী উদ্দেশ্য।

### Promoting Social Dialogue and Harmonious Industrial Relations in the Bangladesh Ready-Made Garment Industry শীৰ্ষক প্ৰকল্প

তৈৱি পোষাকশিল্পেৰ মালিক ও শ্ৰমিকেৰ মধ্যে সংলাপ-  
প্ৰত্ৰিয়াৰ প্ৰসাৱ ও সম্পৰ্ক উন্নয়নেৰ মাধ্যমে শিল্প-বিৱোধ  
নিষ্পত্তি এবং সালিশ ও মধ্যস্থতা কাৰ্যক্ৰমকে আৱও  
গ্ৰহণযোগ্য, নিৰ্ভৱযোগ্য ও স্বচ্ছ কৱাৰ উদ্দেশ্যে গৃহীত এ  
প্ৰকল্পটি ০১ জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২২ পৰ্যন্ত মেয়াদে  
ওখঙ্গ এৱ সহযোগিতায় ৬৬০২.০৭ লক্ষ টাকা (পিএ)

প্ৰাকলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্ৰকল্পটিৰ অনুকূলে  
২০২১-২২ অৰ্থবছৰে আৱএডিপি-তে ১৪৩৫.০০ লক্ষ টাকা  
বৱাদ প্ৰদান কৱা হয়। এ বৱাদেৰ বিপৰীতে জুন, ২০২২  
পৰ্যন্ত ১৩৮৫.৭৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, যা বৱাদেৰ  
৯৬.৫৬%। জুন, ২০২২ পৰ্যন্ত প্ৰকল্পটিৰ ক্ৰমপুঞ্জিত অগ্ৰগতি  
৬১৯১.৭৩ লক্ষ টাকা যাৱ আৰ্থিক অগ্ৰগতি ৯৩.৭০%।

## Improving Working Conditions in the Ready-Made Garment Sector– RMGP (Phase -2) শীর্ষক প্রকল্প

কর্মপরিবেশ উন্নয়নের এবং শোভন কাজের নিশ্চয়তা প্রদানের মাধ্যমে বিশ্ব বাজারে দেশের তৈরী পোষাক শিল্পের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণের জন্য গৃহীত এ প্রকল্পটি গত ০১ জুলাই ২০১৭ হতে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত মেয়াদে ওখঙ্গ এর সহযোগিতায় ২০৩৫৮.৩৭ লক্ষ টাকা (পিএ) প্রাকলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির অনুকূলে

২০২১-২২ অর্থ বছরে আরএডিপি ৩৮২৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এ বরাদ্দের বিপরীতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত ৩৭২৩.৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা বরাদ্দের ৯৭.৮০%। প্রকল্পটির জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ১৬৬৭৭.৬৪ লক্ষ টাকা যার আর্থিক অগ্রগতি ৮১.৯২%।

### শ্রম অধিদপ্তর (DOL) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ

#### দেশের পার্বত্য অঞ্চলের শুর্মিকদের কল্যাণ সুবিধাদি ও দক্ষতা উন্নয়ন ও কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোবদারকরণে রাঙামাটির ঘায়েরায় একটি বর্ষবিধ সুবিধাসহ কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প

দেশের ০৩ টি পার্বত্য জেলায় বসবাসরত শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের সামজিক কল্যাণ, পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার সুনিশ্চিয়তাসহ বিবিধ সেবামূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং এ সংশ্লিষ্ট নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও অবকাঠামো নির্মাণের উদ্দেশ্যে গৃহীত এ প্রকল্পটি গত ০১ এপ্রিল ২০১৭ হতে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদে ৬১৬৯.০১ লক্ষ টাকা (জিওবি)

প্রাকলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরে আরএডিপি-তে বরাদ্দ ছিল ১১৬৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। বরাদ্দের বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৬৪.০৫ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ৮২.৬১%। প্রকল্পটির জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৫৯৬৫.৯৫ লক্ষ টাকা যার আর্থিক অগ্রগতি ৯৬.৭১% ও ভৌত ৯৬%।

#### নারায়নগঞ্জের বন্দর ও চট্টগ্রামের কালুর ঘাটে মহিলা শ্রমজীবী হোস্টেল এবং ০৫ শয়ার টিকিংস্মা কেন্দ্র সুবিধাসহ শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প

কর্মজীবী মহিলা শ্রমিকদের জন্য স্বল্প ব্যয়ে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত আবাসনের ব্যবস্থাসহ এ সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি বাস্তবায়নের নিমিত্ত গৃহীত এ প্রকল্পটি গত ০১ এপ্রিল ২০১৮ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদে ১১৪০০.৮৮ লক্ষ টাকা (জিওবি) টাকা প্রাকলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির

অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ ২০৫৬.০০ লক্ষ টাকা। জুন, ২০২২ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ১৯৮৪.৪৯ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ৯৬.৫৩% লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১১৩২৩.১১ লক্ষ টাকা (আর্থিক ৯৯.৩৩% ও ভৌত ৮৭%)।

## কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চলমান প্রকল্পসমূহ

### রিমিডিয়েশন ফো-অরডিনেশন সেল এ ন্যস্ত কারখানাপ্লোর ক্যাপ (কারেক্টিভ একশন প্লান) বাস্তবায়ন প্রকল্প

৭৪৫ টি কারখানার কাঠামোগত, অগ্নি ও বৈদ্যুতিক ঝুঁকি নিরূপণ একই সাথে কারখানার নিরাপত্তা জন্য রিমিডিয়েশন কাজের তদারকির মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার মাত্রা কমিয়ে আনার নিমিত্তে প্রকল্পটি গত জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের প্রাকলিত ব্যয় ২৩০০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরে আরএডিপি-তে ১৫৪.০০ লক্ষ টাকা

বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটির জুন, ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পটির অনুকূলে ব্যয় হয়েছে ১৪১.৭৪ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ৯২.০৪%। প্রকল্পটির মাধ্যমে মোট ৭৪৫ টি কারখানার কাঠামোগত, অগ্নি ও বৈদ্যুতিক ঝুঁকি নিরূপণ একই সাথে কারখানার নিরাপত্তা জন্য রিমিডিয়েশন কাজের তদারকির মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার মাত্রা কমিয়ে আনার নিমিত্তে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেছে।

### জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইঙ্গিটিউট নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প

নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে গৃহীত এ প্রকল্পটি সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাকলিত ব্যয় ১৪১২৫.০৮ লক্ষ টাকা (জিওবি)। প্রকল্পটির অনুকূলে

২০২১-২২ অর্থ বছরে আরএডিপি বরাদ্দ ৫৩৬৮.০০ লক্ষ টাকা যার বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি ১৫৬০ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ২৯.০৭%। প্রকল্পটির জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণভাবে অগ্রগতি ৬৫২৩.৫১ লক্ষ টাকা।

### কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে ১৩ টি জেলা কার্যালয় নির্মাণ প্রকল্প

১৩ টি জেলায় নতুন ডিআইজি অফিস নির্মাণ এবং ০৬ টি জেলায় বিদ্যমান অফিসভবন সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে গৃহীত এ প্রকল্পটির মেয়াদ জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত। প্রকল্পটির প্রাকলিত ব্যয় ২৪৪৫০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরে আরএডিপিপি

১১১০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত ১০৮৯.২৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা বরাদ্দের ৯৮.১৪%। প্রকল্পটির জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণভাবে অগ্রগতি ১৬৬৫.২২ লক্ষ টাকা যার আর্থিক গুরুত্ব ৭.২৬% ও ভৌত ১৯.৮১%।

## নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানার অবকাঠামোগত, আগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি নিরূপণ শীর্ষক প্রকল্প

কারখানার কাঠামোগত ঝুঁকি, অগ্নিসংক্রান্ত ঝুঁকি ও বৈদ্যুতিক ঝুঁকি নিরূপনের প্রাথমিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা মাত্রা কমিয়ে আনার উদ্দেশ্যে গৃহীত এ প্রকল্পটির জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে।  
প্রকল্পটির প্রাকলিত ব্যয় ৪৭১২.৫৭ লক্ষ টাকা (জিওবি)।

প্রকল্পটির অনুচ্ছে ২০২১-২২ অর্থ বছরে আএডিপি-তে ১৪২০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ বিপরীতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত ১৪১৭.৫১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা বরাদ্দের ৯৯.৮৩%।  
প্রকল্পটির জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণভাবে ব্যয় ২৬৮৪.৩৩ লক্ষ টাকা যার আর্থিক ৫৬.৯৭% ও ভৌত ১০০%।





## কর্মপরিকল্পনা ও কর্মকৌশল বাস্তবায়ন

### বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি



বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)  
মূলত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ  
সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর  
প্রতিনিধি হিসেবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব  
এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় / বিভাগের

সচিবের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি সমরোতা দলিল। সরকারি  
কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ  
ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের  
লক্ষ্যে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায়

এ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রবর্তন করা  
হয়েছে। এ চুক্তিতে মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ, এ  
সকল কার্যক্রমের ফলাফল পরিমাপের জন্য বিভিন্ন  
কর্মসম্পাদন সূচক ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।  
মন্ত্রণালয়ের সাথে আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কলকারখানা ও  
প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর, নিম্নতম মজুরী  
বোর্ড, শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন এর পৃথক পৃথকভাবে বার্ষিক  
কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

### জাতীয় শুন্দাচার কর্মকৌশল



জাতীয় শুন্দাচার কৌশল হলো চারিত্রিক  
সাধুতা বা শুন্দতা অর্জন এবং দুর্নীতি  
দমনের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায়  
জাতীয় একটি কৌশল-দলিল,

যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের সুষ্ঠু

প্রয়োগ, পদ্ধতিগত সংস্কার ও উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং  
প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সকলের উন্নত চর্চা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন  
ধরণের উভাবনী সাধারণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।  
২০২১-২২ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয় শুন্দাচার কর্মকৌশলের  
৩৭টি কর্মসম্পাদন সূচক অর্জনে কাজ করেছে।

শুন্দাচার চর্চাকে উৎসাহিত করার জন্য জাতীয় শুন্দাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব জেবুন্নেছা করিম, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ কেফাত আলী, অফিস সহায়ক জনাব মোঃ মোস্তফা এবং আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন (অতিরিক্ত সচিব)-কে সম্মাননা সনদ এবং একমাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ শুন্দাচার পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

## সিটিজেন'স চার্টার (সেবা প্রদান প্রতিশ্রূতি)

২০২১-২২ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের সিটিজেন চার্টার (সেবা প্রদান প্রতিশ্রূতি) নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়েছে। বর্তমানে এ মন্ত্রণালয় হতে সিটিজেন'স চার্টারের মাধ্যমে ৩০টি প্রাতিষ্ঠানিক ও ১৮টি অভ্যন্তরীণ সেবাসহ মোট ৪৮টি সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হচ্ছে।

## অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS)

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS) এর নিমিত্ত এ মন্ত্রণালয়ের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের নিম্নরূপ দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে:

ক্র. নং	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS)-এর দায়িত্ব	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	ফোন ও ই-মেইল ঠিকানা
১.	আগীল কর্মকর্তা	ড. সোলিনা আক্তার অতিরিক্ত সচিব উন্নয়ন অনুবিভাগ	ফোন: ৯৫৪৬২২৮ মোবাইল: ০১৫৫৪৩২৫৮৭৬ ই-মেইল: addsecdev@mole.gov.bd
২.	অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তা (অনিক)	মোঃ মহিদুর রহমান যুগ্মসচিব সমন্বয় ও আদালত	ফোন: ২২৩৩৫৫৮৯ মোবাইল: ০১৭১১৫৮৩৭১৫ ই-মেইল: mohidur1965@gmail.com

## তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর বাস্তবায়ন

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তথ্য প্রদানকারী হিসেবে মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব বিমলেন্দু ভৌমিক-কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিম্নরূপ তথ্য প্রদান করা হয়েছে:

প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	নিষ্পত্তি আবেদনের সংখ্যা	অনিষ্পত্তি আবেদনের সংখ্যা	মন্তব্য
৫টি	৫টি	-	-

## জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সূচক ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

বিষয়	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট অংশ
৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (জুলাই, ২০২১-জুন, ২০২৫)	<ul style="list-style-type: none"> <li>জুলাই, ২০২১-জুন, ২০২৫ মেয়াদে ১১.৩০ মিলিয়ন কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রার প্রাক্কলন রয়েছে, এর মধ্যে অভ্যন্তরীণ কর্মসংস্থান ৮.০৮ মিলিয়ন।</li> <li>শ্রম ডাটাবেইজ প্রস্তুত করা।</li> </ul>
জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়নে অভীষ্ট (এস ডি জি)	জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এস ডি জি)-এর ৮.৫ অভীষ্ট অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে উৎপাদনশীল কাজ ও উন্নত কর্মপরিবেশ এবং একই কাজের সম মজুরি নিশ্চিত করা।
নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮	<ul style="list-style-type: none"> <li>জাতীয় পর্যায়ে স্বল্প, মধ্যম ও উচ্চশিক্ষিত তরুণদের তথ্য সম্বলিত একটি ইন্টিগ্রেটেড ডাটাবেইজ তৈরি করা হবে। এর মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের প্রয়োজন ও তরুণদের যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরির জন্য আবেদন করার আহ্বান জানাতে পারবে।</li> <li>শিল্প শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার সুরক্ষা করা হবে।</li> <li>গার্ভেন্টস শ্রমিকসহ সকল শ্রমিক, হতদারিদ্র এবং গ্রামীণ ভূমিহীন ক্ষেত্রমজুরদের জন্য বিশেষ বিবেচনায় নানা পদক্ষেপের সঙ্গে রেশনিং প্রথাসহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।</li> </ul>
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে Allocation of Business	<p>শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের Allocation of Business এর নিম্নোক্ত কার্যাবলী:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Welfare of labour including labour and non-agricultural employment.</li> <li>Labour statistics.</li> <li>Labour research including compilation of labour statistics.</li> </ul>

### টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর আওতায় ১৭টি অভীষ্ট, ১৬৯টি টার্গেট এবং ২৩১টি ইন্ডিকেটর রয়েছে। ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে ৮নং অভীষ্ট বাস্তবায়নের দায়িত্ব শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের। এসডিজি'র ১৬৯টি টার্গেটের মধ্য থেকে ৩টি টার্গেটের (৮.৫, ৮.৭, ৮.৮) বিষয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় লিড মন্ত্রণালয় হিসেবে কাজ করছে। এ ৩টি টার্গেটের বিপরীতে মোট ৫টি ইন্ডিকেটর (৮.৫.১, ৮.৫.২, ৮.৭.১, ৮.৮.১, ৮.৮.২) রয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ২০৩০ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজন অনুসারে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

লক্ষ্যমাত্রা: ৮.৫ অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে যুবসমাজ ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীসহ সকল নারী ও পুরুষের জন্য পূর্ণকালীন

উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান ও শোভন কর্মসূযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে অর্জন এবং সমপরিমাণ/সমর্পণাদার কাজের জন্য সমান মজুরি প্রদান নিশ্চিত করা। সূচক: ৮.৫.১ ও সূচক: ৮.৫.২ বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ী বেসরকারি শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরী নির্ধারণ এবং প্রতি ৫ বছর অন্তর যে কোনো ব্যক্তিমালিকানাধীন বা বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ মজুরি হার পুনঃনির্ধারণ করা হয়ে থাকে। লিঙ্গ বৈষম্য পরিহার করে মালিক পক্ষদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন সেক্টরে নারী-পুরুষ সমান হারে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়। পেশা, বয়স ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগোষ্ঠী বেকারত্বের হার হ্রাস

করার জন্য কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণপূর্বক বেকারত্তের হার ত্রাস করার কার্যক্রম গ্রহণ করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

**লক্ষ্যমাত্রা:** ৮.৭ অনুযায়ী জবরদস্তিমূলক শ্রমের উচ্ছেদসাধন, মানবপাচার ও আশুনিক দাসত্ত্বের অবসান এবং শিশুসেনিক সংগ্রহ ও ব্যবহারসহ সবচেয়ে খারাপ ধরনের শিশুশ্রম নিষিদ্ধ ও নির্মূলের জন্য আশু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সকল প্রকার শিশুশ্রমের অবসান ঘটানো। **সূচক:** ৮.৭.১ বাস্তবায়নের জন্য ২০২৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে সকল প্রকার শিশুশ্রম থেকে মুক্ত করার জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত ‘বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন’-শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ে (২০০১-২০০৪ সাল) ১০,০০০ জন, ২য় পর্যায়ে (২০০৫-২০০৯ সাল) ৩০,০০০ জন, ৩য় পর্যায়ে (২০১০-২০১৭ সাল) ৫০,০০০ জন শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। ‘বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প’ (২০১৮-২০২৩ সাল) চলমান রয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাসহ ১৪টি অঞ্চলে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হতে ফিরিয়ে আনা হবে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর হতে শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ক আরও একটি মেগা প্রকল্প গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সম্প্রতিতায় ন্যাশনাল প্ল্যান অফ একশন (ঘচআ) প্রণয়ন

করা হয়েছে। শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ক ১ বছর মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা করা হয়েছে এবং উক্ত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

**লক্ষ্যমাত্রা:** ৮.৮ অনুযায়ী প্রবাসী শ্রমিক, বিশেষ করে প্রবাসী মহিলা ও নিশ্চয়তাহীন কাজে নিয়োজিত এমন শ্রমিকসহ সকল শ্রমিকের জন্য নিরাপদ ও সুরক্ষিত কর্মপরিবেশ প্রদান ও শ্রম অধিকার সংরক্ষণ করা। **সূচক:** ৮.৮.১ ও সূচক: ৮.৮.২ বাস্তবায়ন ও ডাটা এসডিজি ট্র্যাকারে আপলোড করা দুটোতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় দায়িত্বপ্রাপ্ত। ইভিকেটের ৮.৮.১-এর আহত হবার ঘটনার হার ত্রাস করার জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর হতে প্রতিনিয়ত কারখানা পরিদর্শন করা হচ্ছে। এ ইভিকেটের প্রতি বছর এসডিজি ট্র্যাকারে আপলোড ও হালনাগাদ করা হয়ে থাকে। ইতোমধ্যে ২০২১ সালে নতুন ডাটা আপলোড করা হয়েছে।

ইভিকেটের ৮.বি.১-এ যুবদের কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় আইন/নীতিমালা/বিধিমালা/কৌশলপত্র প্রণয়ন করতে বলা হয়েছে। ইতোমধ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত ‘জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি-২০২২’ গত ১৪-০৭-২০২২ তারিখে ‘জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি-২০২২’ বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। ‘জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি-২০২২’ চূড়ান্ত করে এ ইভিকেটের বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে। ইতোমধ্যে ডাটা এসডিজি ট্র্যাকারে আপলোড করা হয়েছে।





শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর  
এর মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর



শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং শ্রম অধিদপ্তর  
এর মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর



মন্ত্রণালয় এবং নিম্নতম মজুরি বোর্ড  
এর মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি  
স্বাক্ষর

মন্ত্রণালয় এবং কেন্দ্রীয় তহবিল এর  
মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি  
স্বাক্ষর



মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ শ্রমিক  
কল্যাণ ফাউন্ডেশন এর মধ্যে  
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর



# অধ্যায়

## ০৬

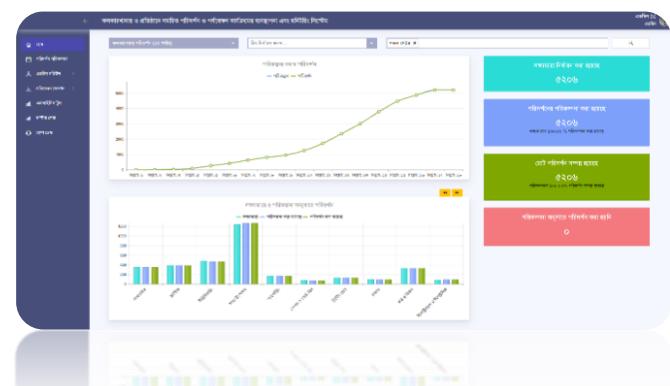


### ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনিয়োগে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যে প্রসার ঘটেছে তাকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে ২০৪১ সালের মধ্যেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলার আধুনিক রূপ জ্ঞানভিত্তিক উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলার অগ্রযাত্রায় অংশীজন হিসেবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় এই মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমকে ডিজিটাল ও গতিশীল করার লক্ষ্যে নিয়লিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে:

#### কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানে সমর্পিত পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা, মনিটরিং এবং এনালাইটিসিস সিস্টেম

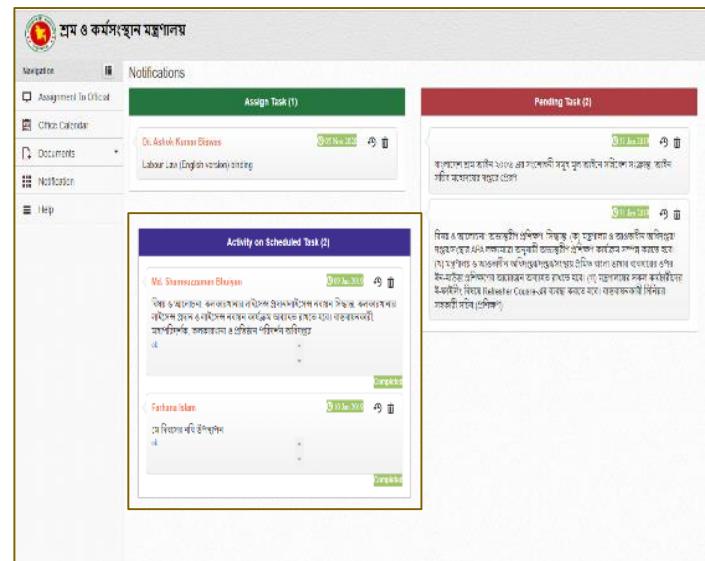
দেশের কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে দুর্ঘটনা ও ঝুঁকি ত্বাসে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব হলে দেশের শিল্প কারখানায় শ্রম পরিবেশ উন্নত হবে, দেশের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল হবে, বিদেশী বিনিয়োগ ও রপ্তানি বাড়বে যা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখবে। ইতিমধ্যে এ সিস্টেমের মাধ্যমে ফেজ-১ এ মোট ৫২০৬ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে দেশের অন্যান্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শন কার্যক্রম এ সিস্টেমের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। এ সিস্টেমকে নিজস্ব সার্ভার এর পাশাপাশি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সার্ভারে ও হোস্টিং করা হচ্ছে।



এনালাইটিসিস টুলসকে নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে, ফলে এটি আরও বৃদ্ধিমত্তা সম্পন্ন হচ্ছে। ওয়েব প্লাটফর্মের পাশাপাশি মোবাইল এ্যাপস্ সমূহ (অ্যান্ড্রয়েড ও আইওএস) ডেভেলপ করা হচ্ছে।

## টাঙ্ক ম্যানেজমেন্ট এন্ড মনিটরিং সিস্টেম

মন্ত্রণালয়ের কাজের গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ণের উদ্দেশ্যে এ সিস্টেমটি চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব নির্ধারিত সময়ে সঠিকভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কি না তা পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে। এছাড়া এ সিস্টেমটি ব্যবহারের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা তাদের দৈনন্দিন কর্মসূচি ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সমূহ সহজে ব্যবস্থাপনা করতে পারছেন। ভবিষ্যতে এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম এই ডিজিটাল প্লাটফর্মের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।



## পার্সোনাল ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

এ সফটওয়্যারটি তৈরির কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে এ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিস্তারিত তথ্য সংযুক্ত করা হচ্ছে। এ সফটওয়্যারটি ব্যবহার করে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যক্তিগত তথ্য, যোগদান, বদলি, প্রশিক্ষণ, ছুটির হিসাব, মাসিক বেতনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে জানা সম্ভব হবে।

## রিকুইজিশন এন্ড ইনডেন্টেরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

সিস্টেমটি ব্যবহারের মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীরা তাদের প্রয়োজনীয় টেশনারী, অফিস সরঞ্জামাদি ও অন্যান্য সকল রিকুইজিশন সমূহ অনলাইনের মাধ্যমে প্রদান করছেন। পূর্বে বিভিন্ন শাখা থেকে চাহিদাপত্র বারবার প্রিন্টিং এর ফলে অর্থের অপচয় হত এবং দাপ্তরিক কাজে বিঘ্ন ঘটত। এছাড়া এ সফটওয়্যারটি ব্যবহার করে মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় ক্রয়, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ সংক্রান্ত তথ্যাদি তাৎক্ষণিকভাবে জানা এবং মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখার কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ সম্ভব হচ্ছে।

## ইনোভেশন কার্যক্রম

সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নাগরিক সেবা সহজিকরণ ও সুশাসন সুসংহতকরণে জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন চর্চার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ভাবন উদ্যোগ গ্রহণ ও উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয় নীতি-পদ্ধতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন প্রতিটি অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহে ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা নিয়মিত প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

## সিটিজেন চার্টার ব্যত্যয় সংক্রান্ত অভিযোগ সিস্টেম

সিটিজেন চার্টার ব্যত্যয় সংক্রান্ত অভিযোগ সিস্টেম শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সিটিজেন চার্টারভুক্ত সেবা ব্যত্যয় সংক্রান্ত অভিযোগসমূহ গ্রহণ করার জন্য অনলাইন ভিত্তিক এই সিস্টেমটি চালু করা হয়েছে। অনলাইনের মাধ্যমে যে কেউ যে কোন স্থান থেকে সহজে এই মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট তাঁর যে কোন অভিযোগ সহজে প্রেরণ করতে পারেন। পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় সিস্টেমের মাধ্যমে গৃহীত অভিযোগসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এর ফলে এই মন্ত্রণালয়ের সেবা প্রদানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ সম্পূর্ণ হচ্ছে।

## স্থাবর সম্পত্তির ডাটাবেজ এবং মনিটরিং সিস্টেম

এ মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/অধিদপ্তরসমূহের স্থাবর সম্পত্তির একটি ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য সংযুক্ত করা হয়েছে।

## ই-নথি কার্যক্রম পরিচালনা



সরকারের ডিজিটাল কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার আলোকে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার দাঙ্গরিক কার্যক্রম ই-নথির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। এর ফলে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি সময়, শ্রম ও অর্থের অনেক সাহায্য হচ্ছে। বিশেষ করে কোভিড-১৯ মহামারীর প্রেক্ষিতে সরকার ঘোষিত লকডাউনের মাঝেও ই-নথির ব্যবহারই দাঙ্গরিক কার্যক্রমে গতিশীলতা রক্ষা করেছে।

## ওয়েবসাইট ও প্রযুক্তির ব্যবহার

এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট বাংলা (শ্রকম.বাংলাও ইংরেজিতে এর (সড়কব.মড়া.নফ) সেবাবন্ধনসমূহ নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা ও স্বাস্থ্যবিধি ২০২১-২২ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সভাসমূহের সিংহভাগই জুম প্ল্যাটফর্মে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে সশরীরে করা হচ্ছে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

## মাইগভ র্যাপিড ডিজিটাইজেশন

জনগণের দোরগোড়ায় সরকারের সেবাসমূহ পৌঁছে দেবার লক্ষ্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রামের সহযোগিতায় র্যাপিড ডিজিটাইজেশনের আওতায় মাইগভ (একসেবা) প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর / সংস্থার ৭২ টি সার্ভিস মাইগভ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ডিজিটালাইজ করে সহজীকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ই-টেলারিং বাস্তবায়ন



এ মন্ত্রণালয়ের ক্রয় কার্যে ও অর্থ খরচে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্য ই-টেলারিং-এর মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম চালু রয়েছে।

### তথ্য অধিকার আইনের আওতায় নাগরিককে তথ্য প্রদান

তথ্য অধিকার-এর আওতায় নাগরিকদের তথ্য প্রদান করা প্রতিটি সরকারি দণ্ডের একটি অন্যতম কাজ। সে প্রেক্ষিতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে নিয়মিতভাবে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য প্রদান করা হয়ে থাকে। বর্তমানে এই সেবাটি ম্যানুয়ালি নাগরিকগণ আবেদন করেন। এতে নাগরিকগণ মন্ত্রণালয় তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন পোঁচানোর ক্ষেত্রে নানা ধরনের জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। তাই সেবাটি মাইগভ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ডিজিটালাইজ করে সহজীকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

### হিসাব কোষ হতে সম্পাদিত ডিজিটাল কার্যাবলী

মন্ত্রণালয়ে কর্মরত ১০ম গ্রেড থেকে তদৃঢ় পর্যায়ের কর্মকর্তাদের Ibas++ এর অংশ হিসেবে মাসিক বেতন বিল, আনুতোষিক ও মাসিক পেনশন EFT এর মাধ্যমে প্রদান, ১১তম গ্রেড থেকে তদনিয়ন্ত্রিত কর্মচারীদের মাসিক বেতন বিল EFT এর মাধ্যমে প্রদানসহ বেতন বিবরণি, জিপিএফ স্লিপ, কর্মকর্তাদের ট্যাঙ্ক সার্টিফিকেট, মন্ত্রণালয়ের বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ, মন্ত্রণালয়ের মাসিক/ষান্মাসিক/বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের হিসাব, ছুটির হিসাব, কর্মকর্তা/কর্মচারিদের ভ্রমণ বিল, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শান্তি বিনোদন বিল, মন্ত্রণালয়ের সকল প্রকার আনুষঙ্গিক বিল Online System এ কার্যকর রয়েছে। এছাড়া, চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসারের কার্যালয়ের সাথে আয় ও ব্যয়ের মাসিক/ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক ও বার্ষিক হিসাবের সঙ্গতি সাধন করাসহ মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মচারিদের চাকুরিবৃত্তান্ত Online এ সংরক্ষণ করা হচ্ছে।



## জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (মুজিববর্ষ) উপলক্ষ্যে গৃহীত ব্যৱহৃত

হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত মুজিববর্ষ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় হতে একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। গৃহীত কর্মপরিকল্পনার আলোকে এ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দণ্ডনির্ণয়/সংস্থার সাথে সমন্বিতভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বিগত অর্থবছরে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ডকুমেন্টরি নির্মাণ ও সম্প্রচার, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, প্রচার ও প্রকাশনামূলক কার্যক্রমসহ নানাবিধি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে মুজিববর্ষের বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিসমূহ নিম্নরূপ

লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন

‘ডকুমেন্টরি সম্প্রচার

গ্রিন ফ্যান্টেরি এ্যাওয়ার্ড প্রদান

‘বঙ্গবন্ধুর জীবন ও রাজনৈতিক দর্শন’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজন

## লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের লাইব্রেরিতে গত ২৬ আগস্ট ২০২১ তারিখে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু কর্ণারটি উদ্বোধন করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মহুজান সুফিয়ান এম পি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সচিব জনাব মোঃ এহছানে এলাহী



বঙ্গবন্ধু কর্ণারটি উদ্বোধন করেন  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের  
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মহুজান  
সুফিয়ান এম পি

বঙ্গবন্ধু কর্ণারটি উদ্বোধন করেন  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের  
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মহুজান  
সুফিয়ান এম পি



## ডকুমেন্টেরি সম্প্রচার

‘আপনি চাকরি করেন, আপনার মায়না দেয় ঐ গরীব ক্ষক, ওদের সম্মান করে কথা বলেন; সম্মান ওরাই বেশী পাবে’ এই থীমকে উপজীব্য করে বঙ্গবন্ধুর উপর নির্মিত ১ মিনিট দৈর্ঘ্যে টিভি বিজ্ঞাপন (টিভিসি) টি দেশের সকল সরকারি/বেসরকারি টিভি চ্যানেলে সম্প্রচার করা হচ্ছে। এছাড়া জাতীয় শিশু দিবস এবং জাতীয় শোক দিবসে এই টিভিসিটি দেশের শ্রমদণ্ড এলাকাসহ দিন্যব্যাপি সম্প্রচার করা হয়েছে।

## গ্রিন ফ্যাস্টেরি অ্যাওয়ার্ড প্রদান

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী, মুজিববর্ষের কর্মসূচীর অংশ হিসেবে নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশে আধুনিক প্রযুক্তি ও দক্ষ শ্রমশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আরো অধিক পরিমাণে উৎপাদন নিশ্চিত করে দেশের অর্থনীতিকে বেগবান ও টেকসই করার মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে দেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহকে উন্নুন্নকরণে গ্রিন ফ্যাস্টেরি অ্যাওয়ার্ড-২০২০' প্রবর্তন করা হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় হতে প্রথমবারের মতো ৬টি শিল্প



সেক্টরের ৩০ টিকল-কারখানাকে গত ০৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে 'গ্রিন ফ্যাস্টেরি' অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে ক্রেস্ট প্রদান করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মণ্ডুজান সুফিয়ান এম.পি এবং সচিব জনাব মোঃ এহছানে এলাহী।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রণীত নীতিমালার আওতায় শ্রমমান সম্পর্কিত কিছু নির্ণয়ক মাপকাঠি যেমন-অপরিহার্য প্রতিপালন, পরিবেশগত প্রতিপালন, প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিপালন, উত্তরাবণী কার্যক্রম ইত্যাদি বিবেচনাকরে ৬টি শিল্প সেক্টরের ৩০টি কল-কারখানাকে উক্ত গ্রিন ফ্যাস্টেরি অ্যাওয়ার্ড প্রদানের জন্য নির্বাচন করা হয়। গ্রিন ফ্যাস্টেরি অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ হলঃ তৈরি পোশাক শিল্প সেক্টরের ১৫টি কারখানা: রেমি হোল্ডিংস লিঃ, তারাসিমা এ্যাপারেলস লিঃ, প্লামি ভিনটেজ ডেনিম স্টুডিও লিঃ, এ আর জিন্স প্রডিউসার লিঃ, করণী নীট কম্পোজিট লিঃ, ডিজাইনার ফ্যাশন লিমিটেড, ক্যানপার্ক বাংলাদেশ এ্যাপারেল (প্রাঃ) লিঃ (ক্যানপার্ক ইউনিট-২), গ্রিন টেক্সটাইল লিমিটেড (ইউনিট-৩), ফোর এইচ ডাইং এন্ড প্রিন্টিং লিমিটেড, উইজডম এ্যাটায়ার্স লিমিটেড, মাহমুদা এ্যাটায়ার্স লিমিটেড, স্লোটেক্স আউটারওয়্যার লিমিটেড, অকো-টেক্স গ্রুপ।

খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প সেক্টরের ৩টি কারখানা: হবিগঞ্জ এগ্রো লিঃ, আকিজ ফুড এন্ড বেতারেজ লিঃ, ইফাদ মাল্টিপ্রোডাক্টস লিমিটেড। চা শিল্প সেক্টরের ৪টি কারখানা: গাজীপুর চা বাগান, লক্ষ্মপুর চা বাগান, জাগচুড়া চা কারখানা, নেপচুন চা বাগান।

এছাড়াও এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের ০৮ (আট) টি সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  
শেখ হাসিনা।



২০২২ তারিখে 'গ্রিন ফ্যাক্টরি' অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে ক্রেস্ট প্রদান করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান  
মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মনুজান সুফিয়ান এম.পি এবং সচিব জনাব মোঃ এহছানে এলাহী।





গ্রিন ফ্যাট্টির অ্যাওয়ার্ড প্রদান-অনুষ্ঠানে  
বক্তব্য রাখছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান  
মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম  
মনুজান সুফিয়ান এম.পি

গ্রিন ফ্যাট্টির অ্যাওয়ার্ড প্রদান-অনুষ্ঠানে  
বক্তব্য রাখছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান  
মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ এহছানে  
এলাহী।



গ্রিন ফ্যাট্টির কে প্রতিপাদ্য করে মহান  
বিজয় দিবস ২০২১-এ জাতীয়  
প্যারেড গ্রাউন্ডে এ মন্ত্রণালয়ের যান্ত্রিক  
বহর সুসজ্জিত করা হয়।



গ্রিন ফ্যান্টেরি অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সাথে কর্মকর্তাদের একাংশ





# International Seminar on

**'Life and Political Philosophy of  
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman'**



International Speaker



**Dr. Pabitra Sarkar**  
Former Vice Chancellor of  
Rabindra Bharati University,  
India.

Keynote Speaker



**Dr. Syed Anwar Husain**  
Bangabandhu Chair of BUP  
And former Professor of Dhaka University  
Bangladesh.

Chief Guest



**Begum Monnujan Sufian MP**  
Hon'ble State Minister, Ministry of Labour and Employment

Chair

**Mr. Md. Ehsan-E-Elahi**  
Secretary  
Ministry of Labour and Employment.



Special Guest

**Mr. Tuomo Poutiainen**  
Country Director for the  
International Labour Organization(ILO)  
Bangladesh.



Date: 11 December, 2021

Time: 11:00 AM

Venue: BIAM Auditorium



## Ministry of Labour and Employment

**‘বঙ্গবন্ধুর জীবন ও রাজনৈতিক দর্শন’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজন**

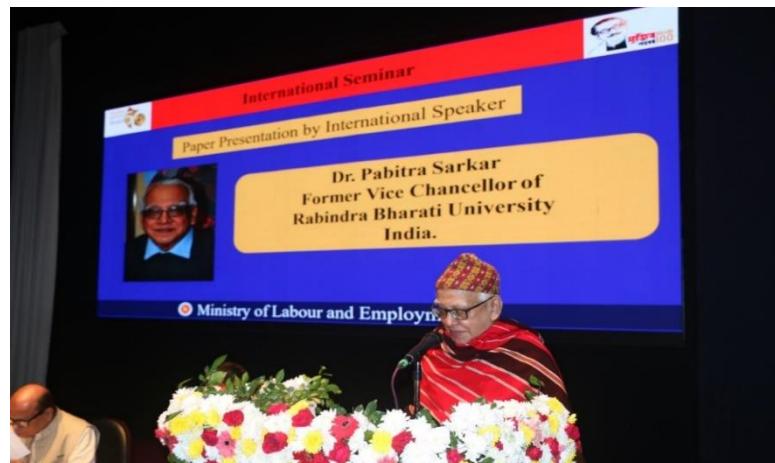
‘মুজিববর্ষ’ উদযাপনের অংশ হিসেবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ‘বঙ্গবন্ধুর জীবন ও রাজনৈতিক দর্শন’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করে। গত ১১ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখ বিয়াম অডিটোরিয়ামে এই সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মুন্তাজিন সুফিয়ান এম.পি। মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. এহছানে এলাহীর সভাপতিত্বে আন্তর্জাতিক এ সেমিনারে আন্তর্জাতিক বক্তা হিসেবে ভারতের রবিন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. পবিত্র কুমার সরকার, দেশীয় বক্তা হিসেবে বিখ্যাত ইতিহাসবিদ বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনাল এর ‘বঙ্গবন্ধু চেয়ার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এবং আইএলও এর কান্ট্রি ডিরেক্টর তোমো পুতিআইনেন (Tumo Poutiainen) বক্তব্য রাখেন।



‘বঙ্গবন্ধুর জীবন ও রাজনৈতিক দর্শন’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারে প্রধান অতিথি ও সভাপতি

'বঙ্গবন্ধুর জীবন ও রাজনৈতিক  
দর্শন' বিষয়ক প্রবন্ধ উপস্থাপন  
করছেন ভারতের রবীন্দ্রভারতী  
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য

ড. পবিত্র কুমার সরকার



'বঙ্গবন্ধুর জীবন ও রাজনৈতিক দর্শন' বিষয়ক  
প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন ইতিহাসবিদ  
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনাল এর  
'বঙ্গবন্ধু চেয়ার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের  
ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক  
সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

আন্তর্জাতিক সেমিনারে বক্তব্য  
রাখছেন আইএলও এর কান্ট্রি  
ডিরেক্টর Tumo Poutiainen



# অধ্যায়

## ০৮



## ২০২১-২২ অর্থবছরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন/উদযাপন

জাতীয় শোক দিবস, ১৫ আগস্ট ২০২১

১৮ অক্টোবর, ২০২১ ‘শেখ রাসেল দিবস’ উদযাপন

১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস ২০২১ উদযাপন

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২২

২৫ মার্চ, ২০২২ গণহত্যা দিবস পালন এবং ২৬ মার্চ, ২০২২ স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস উদযাপন

জাতীয় শিশু দিবস, ১৭ মার্চ ২০২২

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস, ২৮ এপ্রিল ২০২২

মহান মে দিবস, ১ মে ২০২২

বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস, ১২ জুন ২০২২

## জাতীয় শোক দিবস, ১৫ আগস্ট ২০২১

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকীতে ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার পক্ষ থেকে ৩২নং ধানমন্ডি বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষ্যে গত ১৬ আগস্ট ২০২১ তারিখ বিকাল



৩.০০ ঘটিকায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারিদের নিয়ে শ্রমভবনে আলোচনা সভা ও দোয়া-মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আলোচনাসভা ও দোয়া-মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভা ও দোয়া-মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন এ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ এহচানে এলাহী। জাতীয় শোক দিবসের কর্মসূচির অংশ হিসেবে তিনিই মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী কালো ব্যাচ ধারণ করেন। দেশের শ্রমঘন এলাকাসহ ঢাকা শহরের বিভিন্ন সড়কবৌপে শ্রমিকদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন বাণী ও জন্মশতবার্ষিকীর লোগো সম্বলিত গেইট, লিফলেট, ব্রিশিয়ার, ব্যানার ইত্যাদি প্রদর্শন করা হয়। ভবনসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়।



স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকীতে গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মুজান সুফিয়ান, এম.পি

## মহান বিজয় দিবস, ১৬ ডিসেম্বর ২০২১

মহান বিজয় দিবস, ২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দরস্থ জাতীয় প্যারেড ক্ষেত্রে সম্মিলিত সামরিক বাহিনীর কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে যান্ত্রিক বহরে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় অংশগ্রহণ করে। উক্ত কুচকাওয়াজে লড়ি সুসজ্জিত করণের মাধ্যমে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড প্রদর্শন করা হয়।

জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে সম্মিলিত সামরিক বাহিনীর কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে সুসজ্জিত যান্ত্রিক বহরে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের  
বিভিন্ন উন্নয়ন চিত্র প্রদর্শন



শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর / সংস্থা সমূহ সম্মিলিতভাবে শ্রম অধিদপ্তরের সভাকক্ষে আয়োজিত “বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ ও মহান বিজয় দিবস” বিষয়ে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে ইমেরিটাস প্রফেসর ড এ কে আজাদ চৌধুরী, সাবেক চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মণ্ডুরি কমিশন ও সাবেক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মুখ্য আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন এবং সভাপতিত্ব করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ এহছানে এলাহী।



“বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ ও মহান বিজয় দিবস”  
বিষয়ে মুখ্য আলোচক ইমেরিটাস প্রফেসর  
ড এ কে আজাদ চৌধুরী

## শেখ রাসেল দিবস, ১৮ অক্টোবর ২০২১

স্বাধীনতার মহান স্তপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল এর জন্মদিন উপলক্ষ্যে সরকার ঘোষিত ১৮ অক্টোবর তারিখকে ‘শেখ রাসেল দিবস’ হিসেবে এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষ্যে গত ১৮ অক্টোবর, ২০২১ তারিখ দুপুর ১২.০০ ঘটিকায় মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে (কক্ষ নং ৪২২) এ কেক কাটা, আলোচনা সভা ও দোয়া-মাহফিল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মণ্ডুজান সুফিয়ান এম.পি উক্ত কেক কাটা, আলোচনা সভা ও দোয়া-মাহফিলে

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভা ও দোয়া-মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন এ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ এহছানে এলাহী। শেখ রাসেল দিবস উদযাপনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যানার, ফেস্টুন ইত্যাদির মাধ্যমে মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহের অফিস এবং আশপাশের দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করা হয়। এছাড়া, দিবসটি উপলক্ষ্যে নির্বাচিত সরকারি শিশু পরিবারের এতিম ও দুষ্ট শিশুদের মাঝে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়।



শেখ রাসেলের ৫৮তম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা



## শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২২

ভাষা শহীদদেও প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের অংশ হিসেবে এ মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা এবং অধীনস্ত মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়।

## জাতীয় শিশু দিবস, ১৭ মার্চ ২০২২

১৭ মার্চ, ২০২২ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সাথে সমন্বিতভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে স্বাস্থ্যবিধি মেনে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তাসহ/কর্মচারীসহ আগামী ১৭ মার্চ ২০২২ তারিখ ধানমন্ডির ৩২ নং সড়কের বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি, শ্রমিকদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন বাণী ও জন্মশতবার্ষিকীর লোগো সম্বলিত নামনিক ড্রপডাউন ব্যানার স্থাপন করা হয়। এছাড়া, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে ১৭-০৩-২০২২ তারিখে মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরসমূহ সমন্বিতভাবে শ্রম ভবন, ১৯৬, সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণীতে আলোকসজ্জা, একটি মনোরম পরিবেশে কেক কাটা, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। মিরপুর ও তেজগাঁও সরকারি শিশু পরিবারের এতিম ও দুষ্ট শিশুদের মাঝে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়।



১৭ মার্চ ২০২২ তারিখ ধানমন্ডির  
৩২ নং সড়কের বঙ্গবন্ধু স্মৃতি  
জাদুঘরে জাতির পিতার  
প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের  
মাধ্যমে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

## ২৫ মার্চ, ২০২২ গণহত্যা দিবস এবং ২৬ মার্চ, ২০২২ স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস পালন

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় নির্দেশনার প্রেক্ষিতে ২৫ মার্চ, ২০২২ গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক খ্লাকআউট কর্মসূচি পালন করা হয়। ২৬ মার্চ, ২০২২ স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে ২৬/০৩/২০২২ তারিখে সন্ধ্যা হতে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ভবনসমূহে আলোক সজ্জা করা হয়। এছাড়া, মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার অফিসসমূহে এবং সুউচ্চ ভবনে ২৬/০৩/২০২২ তারিখে (সূর্যোদয়ের সাথে সাথে) জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

## জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস, ২৮ এপ্রিল ২০২২

প্রতি বছরের ন্যায় ২৮ এপ্রিল ২০২২ তারিখে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক “জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস” উদযাপন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে ২৮ এপ্রিল ২০২২ তারিখে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মুজান সুফিয়ান, এমপি। এ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উদ্যোগে



বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে এই বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানসহ নানান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। এছাড়া, দেশের বহুল প্রচারিত বিভিন্ন বাংলা এবং ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্রে দিবসটি উপলক্ষ্যে বিশেষ ক্রেড়পত্র প্রকাশ করা হয়। বিটিভিসহ বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেলে দিবসটি উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঢাকা শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক, চত্বর সজ্জিত করা হয় এবং দিবসটি উদযাপনের স্থিরচিত্র ও ভিডিও ধারণ করা হয়। বিটিআরসি'র সহায়তায় জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২২ এর প্রতিপাদ্য “নিশ্চিত করি শোভন কর্মপরিবেশ, সমৃদ্ধ হবে বাংলাদেশ” মোবাইল এসএমএস-এর মাধ্যমে প্রচার করা হয়। ২৮ এপ্রিল ২০২২ জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবসের ২০২২ সালের প্রতিপাদ্যটি বার্তা আকারে বিটিভিসহ বিভিন্ন বেসরকারি টেলিভিশন এর ক্রলে প্রদর্শন করা হয়। সচেতনতামূলক ভিডিও প্রস্তুত এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার করা হয়। গাজীপুর শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের জন্য ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। মাঠ পর্যায়ে জেলা প্রশাসনের অনুষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে ২৩ টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের উদ্যোগে সচেতনতামূলক র্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।





# মহান মে দিবস ২০২২

## প্রধান অতিথি: শেখ হাসিনা এমপি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সভাপতি: বেগম মনুজান সুফিয়ান এমপি

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

স্থান: বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন  
সময়: সকাল ১০:৩০ ঘটিকা

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৫ বৈশাখ ১৪২৯  
০৮ মে ২০২২



### মহান মে দিবস, ১মে ২০২২

মে দিবসের ইতিহাস অধিকার হারা মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস। এ দিনটি বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম আর সংহতির এক ঐতিহাসিক দিন। ১৮৮৬ সালের ১লা মে আমেরিকার শিকাগো শহরে শ্রমজীবী মানুষের আট ঘন্টা শ্রম, আট ঘন্টা বিশ্রাম, আট ঘন্টা বিনোদনের অধিকার আদায়ের জন্য সেই দিন এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আন্দোলনে নেতৃত্বান্বিত মানুষ পেয়েছিল ১লা মে স্বীকৃতি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন আজীবন শ্রমিক-কৃষক-মহেন্তি মানুষের অধিকার আদায়ের অগ্রগতিক। তাঁর সমগ্র জীবন্দর্শনে শ্রমিক, খেটে-খাওয়া গণমানুষের কল্যাণ ও ভাগ্যোন্নয়ন করার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। তিনিই স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৩ সালে প্রথম ১লা মে

‘মহান মে দিবস’ কে সরকারি ছুটি হিসেবে ঘোষণা দিয়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে দিবসটির মর্যাদা দান করেন।

মহেন্তি মানুষের ন্যায়সংরক্ষক আদায়ে আত্মহতি দানকারী শ্রমিকদের স্মরণে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিবছর ১ মে ‘মহান মে দিবস’ উদযাপন করে। দিবসটি উদযাপনের মাধ্যমে সরকার-মালিক-শ্রমিকের মাঝে এক অনবদ্য সেতুবন্ধন গড়ে ওঠে। প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও দিবসটিকে অর্থবহ করে তুলতে ‘শ্রমিক-মালিক একতা, উন্নয়ন মূলকথা’ এই প্রতিপাদ্যকে উপজীব্য করে মহান মে দিবস, ২০২২ এর স্মরণিকা প্রকাশ; বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও এ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্য সম্বলিত বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। ১ মে

২০২২ তারিখ মে দিবস উপলক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে র্যালি অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া, শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৮ মে ২০২২ তারিখ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত আলোচনায় সভায় প্রধান অতিথি হিসেব ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন। সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

## বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস, ১২ জুন ২০২২

এ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় শিশুশ্রম নিরসনে ব্যাপক সচতনতা তৈরির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর নানা উদ্যোগের মাধ্যমে ১২ জুন ২০২২ বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস অর্থবহুভাবে পালন করে। দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয় ‘সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করি, শিশুশ্রম বন্ধ করি’, যা সকল প্রকাশনায় তুলে ধরাসহ মোবাইলে মেসেজের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে পোস্টার ছাপিয়ে প্রচারের জন্য তা ডাইফ-এর ২৩ টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে বিতরণ করা হয়। দিবসটির গুরুত্ব তুলে ধরে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোডপত্র প্রকাশসহ “বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস-২০২২” উদ্যাপন উপলক্ষ্যে বিটিভিসহ অন্যান্য বেসরকারি চ্যানেলে টিভিসি প্রচার ও টক-শো আয়োজন করা হয়। সচিবালয়ের ৬ ও ৭ নং ভবন, শ্রম ভবন এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর-এর ২৩ উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে ড্রপ ডাউন ব্যানার সহ অন্যান্য ব্যানার দ্বারা সজ্জিত করা হয় এবং বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে ইউনিসেফ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত PSA মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়।







আন্তর্জাতিক নারী দিবস

০৮ মার্চ ২০২২

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়



৮ মার্চ ২০২২ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে মন্ত্রণালয়ের সকল নারী কর্মকর্তাকে শুভেচ্ছা জানান সচিব জনাব  
মোঃ এহছানে এলাহী

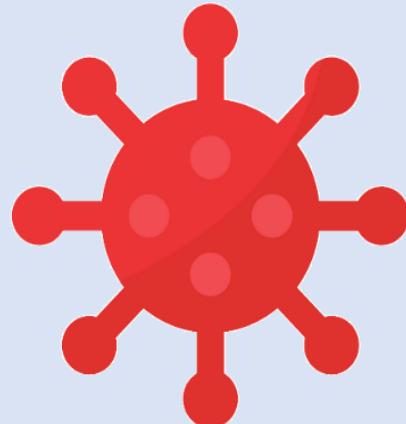


কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের জন্য খাদ্য সহায়তা প্রদান কর্মসূচী উদ্বোধন করেন  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মহুজান সুফিয়ান এমপি



# অধ্যায়

১৯



## কোভিড-১৯ মহামারীফলীন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবেলা করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দণ্ডনির্ণয়/সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন ধরণের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

### প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ

#### প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ

বাংলাদেশে কোভিড-১৯ মহামারী শুরু হওয়ার প্রাক্কালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর বিভিন্ন সময়ে নির্দেশনা ও পরামর্শ অনুসারে নিম্নলিখিত কার্যক্রম গৃহীত হয়:

(ক) কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস ডিজিজ-১৯) সংক্রান্ত তথ্য ও সেবা প্রদানের নিমিত্ত সার্বক্ষণিক যোগাযোগের জন্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)-কে সমন্বয়কারী কর্মকর্তা এবং যুগ্মসচিব (প্রশাসন)-কে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া আওতাধীন অধিদণ্ডন/দণ্ডনির্ণয়/সংস্থাসমূহে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নির্ধারণ

এবং কমিটি গঠনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোভিড-১৯ মোকাবেলায় করোনা রেসপন্স কমিটি গঠন এবং অধিদণ্ডন/দণ্ডনির্ণয়/সংস্থাসমূহে কমিটি গঠনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

(খ) কোভিড-১৯ মোকাবেলায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদণ্ডনে কন্ট্রোলরূম স্থাপন করা হয় এবং তার মাধ্যমে বিভিন্ন শিল্প কলকারখানা হতে সকল ধরণের সমস্যা ও করোনা সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়।

(গ) গত ১২/০৪/২০২০ তারিখে কোভিড-১৯ সংক্রমণের প্রভাবে সৃষ্টি শ্রম পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং চলমান শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত

শ্রমিক কর্মচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শ্রম অধিদপ্তর এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট এলাকার মালিক-শ্রমিক প্রতিনিধির সমন্বয়ে ২৩ টি ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন করে ৬৪ জেলায় দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

(ঘ) নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর উপজেলায় নির্মিত কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলটি করোনা আক্রান্তদের কোয়ারেন্টাইন সেন্টার হিসেবে ব্যবহার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

(ঙ) দাপ্তরিক সকল কার্যক্রম ই-নথির মাধ্যমে এবং সকল মিটিং ভার্যাল প্লাটফর্ম (ZOOM APPS) ব্যবহার করে সম্পন্ন করা হচ্ছে।

(চ) করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে তথ্য ও নির্দেশনা দিয়ে শ্রম অধিদপ্তর এর প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সারাদেশে শ্রম অধিদপ্তরের ৫২ টি বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের অফিসের কর্মকর্তা এবং বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, বাংলাদেশ লেদার গুডস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড ওনার্স এসোসিয়েশন বাংলাদেশ

প্লাস্টিকস পণ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ মালিক সংগঠন রিহ্যাব-কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

(ছ) করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত জিজ্ঞাসা এবং শ্রম সংক্রান্ত অভিযোগ জানানোর জন্য সার্বক্ষণিক টোল ফ্রি হেল্প লাইন ১৬৩৫৭ চালু করা হয় এবং কোভিড-১৯ মোকাবেলায় এই হেল্পলাইনটি সার্বক্ষণিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

(জ) আইএলও'র সহায়তায় “কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা” প্রণয়ন করা হয়েছে।

(ঝ) সেইফটি কাউন্সিলের নির্দেশনার ভিত্তিতে প্রণীত চেকলিস্ট অনুসরণ করে শ্রম পরিদর্শকদের পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

(ঝঃ) ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে উপমহাপরিদর্শকদের স্থানীয় প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ স্থাপনপূর্বক শিল্প কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা (যেমন: সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম) গ্রহণে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

## স্বাস্থ্য সুরক্ষা

(ক) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রবেশপথে (সচিবালয়ের ৭ নম্বর ভবনে অবস্থিত ৪র্থ ও ৫ম তলায়) ২টি Disinfection Tunnel স্থাপন করা হয়েছে। ইনফারেড থার্মোমিটার দিয়ে প্রতিদিন সকল কর্মচারীর তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য নিয়মিত জীবাণুনাশক দিয়ে ফ্লোর এবং সারফেস পরিষ্কার করা হচ্ছে। স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্ব মেনে অফিস, পরিবার এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সকল ক্ষেত্রে পালনের জন্য সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিয়মিত কাউন্সিলিং করা হচ্ছে।

(খ) সকল কর্মচারীর মধ্যে স্বাস্থ্য উপকরণ সরবরাহ করা হচ্ছে এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহকে স্ব-স্ব দপ্তর হতে স্বাস্থ্য উপকরণ সরবরাহের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

(গ) কোভিড-১৯ প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে কর্মক্ষেত্রে মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

(ঘ) ৩২ টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র হতে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত “স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত নির্দেশনা” প্রতিপালন করা হচ্ছে।

(ঙ) করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতা মোকাবেলায় এ মন্ত্রণালয়ের অধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক টেলিমেডিসিন

পদ্ধতিতে শিল্প কলকারখানা শ্রমিক-কর্মচারীকে বিনামূল্যে টেলিমেডিসিন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবকালে শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহ হতে ২৫/০৬/২০২০ খ্রি. পর্যন্ত ৬ হাজার ৮৮৪ জনকে টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান করা হয়েছে।

(চ) সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মধ্যে মাস্ক, হ্যান্ডগ্লাভস, হ্যান্ডস্যানিটাইজার বিতরণ, অফিসে লিকুইড হ্যান্ডওয়াসের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কোভিড-১৯ এর লক্ষণ জ্বর, সর্দি, কাশি ইত্যাদি প্রকাশ পেলে বা কারও পরিবারের সদস্য আক্রান্ত হলে সেই কর্মকর্তা-কর্মচারীকে কোভিড-১৯ নেগেটিভ না-হওয়া পর্যন্ত অফিসে না-আসার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও অফিসের প্রতি কক্ষের বাইরে “No Mask, No Entry” ও “No Mask, No Service” স্টিকার স্থাপন করা হয়েছে।

## উৎপাদনশীলতা বজায় রাখা

(ক) বৈশ্বিক কোভিড-১৯ মহামারী সংক্রমণের সময় শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক সরকার-মালিকপক্ষ-শ্রমিকপক্ষের সঙ্গে দফায় দফায় ত্রিপক্ষীয় সভা আয়োজন করা হয়েছে। এ বিষয়ে সময়মতো শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধ ও শ্রমিক-ছাঁটাই বন্ধ রাখাসহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে কালকারখানা চালু রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন। নির্দেশনা অনুযায়ী গৃহীত কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

উৎপাদনের চাকা সচল রাখার জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে দেশের অধিকাংশ কালকারখানা চালু রাখা হয়;

দেশের অধিকাংশ কারখানার শ্রমিকদের বেতনভাতা সময়মতো পরিশোধ করা হয়;

কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে শ্রমিক-ছাঁটাইয়ের আশঙ্কা থাকলেও অধিকাংশ কারখানা শ্রমিক-ছাঁটাই থেকে বিরত রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গৃহীত হয়। শিল্প কলকারখানায় এ সংক্রান্ত সমস্যা উথিত হলে প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে ত্রিপাক্ষিক শ্রমিক-ছাঁটাই সমস্যার সমাধান করা হয়। ফলে দেশের অধিকাংশ কারখানা শ্রম অসন্তোষ থেকে রক্ষা পায়;

ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আয়হার সময় শ্রমিকদের বেতন ও বোনাস পরিশোধের সুবিধার্থে দেশের শ্রমঘন এলাকায় বিশেষ ব্যবস্থাপনায় ব্যাংকের শাখাসমূহ খোলা রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

(খ) জনপ্রোত (Influx) এড়িয়ে এবং শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে পর্যায়ক্রমে শিল্প কলকারখানা চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

### শ্রমিকদের কল্যাণ জোরদারকরণ

(ক) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তদন্তের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ বাবদ ২২ লক্ষ ৯২ হাজার ৫১০ টাকা মাননীয়।

(খ) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কেন্দ্রীয় তহবিল হতে করোনাকালীন সময়ে (২০২০-২০২১ সালে) বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ এর অন্তর্ভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকের মৃত্যুজনিত সহায়তা বাবদ ২৬৮ জন শ্রমিকের পরিবারবর্গকে ৫,৩৪,৫০,০০০/- (পাঁচ কোটি চৌক্ষি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা, চিকিৎসা সহায়তা বাবদ ১৩৯১ জন শ্রমিককে ৪,১৭,০০,০০০/- (চার কোটি সতের লক্ষ) টাকা এবং শিক্ষা সহায়তা বাবদ ১৮৮ জন শ্রমিকের মেধাবী সন্তানকে ৩৭,৬০,০০০/- (সাইত্রিশ লক্ষ ষাট হাজার) টাকা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া বন্ধ কারখানায় আর্থিক সহায়তা বাবদ তিনটি প্রতিষ্ঠানকে সর্বমোট ১,১৮,৯৪,৩৩৩/- (এককোটি আঠারো লক্ষ চুরানবই হাজার তিনশত তেগ্রিশ) টাকা এককালীন প্রদান করা হয়।

(গ) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন কর্তৃক কোভিড-১৯ পরিস্থিতির সময় জানুয়ারি-২০২১ হতে মে-২০২১ পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত ৩,২৬৯ জন শ্রমিককে চিকিৎসা সহায়তা বাবদ ৯,৯৬,৯০,০০০ (নয় কোটি ছিয়ানবই লক্ষ নবই হাজার) টাকা, কর্মরত অবস্থায় মৃত ৯২ জন শ্রমিকের পরিবারকে ৩৯,২০,০০০ (উনচল্লিশ লক্ষ বিশ হাজার) টাকা, শ্রমিক সন্তানের শিক্ষা সহায়তা বাবদ ১৬৬ জনকে ৫২ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে সংঘটিত দুর্ঘটনায় ১৫ জন আহত শ্রমিকসহ মোট ২৬ জন শ্রমিককে জরুরী চিকিৎসা সহায়তা বাবদ ১২ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা এবং ০৭ জন নিহত শ্রমিকের পরিবারবর্গকে আর্থিক সহায়তা বাবদ ১৪ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

(ঘ) রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প, চামড়াজাত পণ্য ও জুতা শিল্পে কোভিড-১৯ এর কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া শ্রমিকদের অসহায়ত্ব দূরীকরণে উক্ত শ্রমিক পরিবারে প্রতিমাসে ৩ হাজার টাকা করে প্রদানের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় মোট ৬,৫৩২ জন উপকারভোগীর মধ্যে ১ কোটি ৯৫ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে।

# অধ্যায়

১০



## বিবিধ (প্রশাসনিক ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম)

### গণশুনানি গ্রহণ ও রিপ্পিটি

শ্রমিক ও মালিকপক্ষের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অধীনস্ত উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহে নিয়মিত গণশুনানির আয়োজন করা হয়। শ্রমিকের মজুরি, মাত্তৃকালীন সুবিধা, কর্মঘণ্টা, ছুটি, কারখানার লে-আউট প্ল্যান, বিভিন্ন রেজিস্টার সংরক্ষণ, ঠিকাদার সংস্থার লাইসেন্স প্রদান/নবায়ন, নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র, ওভারটাইম এবং শ্রম আইনের বিভিন্ন ধারা লজ্জন সংক্রান্ত বিষয়ে সৃষ্টি সমস্যা সমাধানের জন্য এসব গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের বিভিন্ন জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ৮৯২ দিন গণশুনানি আয়োজনের মাধ্যমে ৮৭৩ জন সেবা প্রত্যাশীর ৭৯৮ টি আবেদন বা অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

### শ্রম আইন লজ্জন সংক্রান্ত মামলা রিপ্পিটি

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতে নিরলসভাবে কাজ করছে এ মন্ত্রণালয়। আইন বাস্তবায়ন করতে গিয়ে প্রথমে কারখানা বা প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে পরিদর্শন করে শ্রম আইন ও বিধির লজ্জনসমূহ চিহ্নিত করা হয় এবং তা শোধরানোর জন্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের নিকট সময় উল্লেখপূর্বক নোটিশ প্রদান করা হয়। এছাড়া, সময়ে সময়ে কারখানার মালিক বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে সচেতনতামূলক পরামর্শ প্রদান করা হয়। এ সত্ত্বেও নির্দেশনা পালন না করা হলে শ্রম আইনের বিধান লজ্জনের দায়ে সংশ্লিষ্ট কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে মামলা রঞ্জু করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মামলা দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা মোট ১,৪২৬ টি। নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ৬৮২ টি।

## লাইসেন্স প্রদান ও নথায়ন (নন-ট্যাঞ্চ রেজিনিউ খাতে রাজস্ব আয়)

কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানসহ ঠিকাদারী সংস্থার লাইসেন্স প্রদান এবং লাইসেন্স নথায়ন এ মন্ত্রণালয়ের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মাধ্যমে মোট ১০,৫৬৮ টি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে এবং ৩৬,৭৯৬ টি লাইসেন্স নথায়ন করা হয়েছে।

## আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নথায়ন

এ মন্ত্রণালয় আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মাধ্যমে ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ১২৫ টি আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করেছে এবং ১৫৯ টি আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স নথায়ন করেছে। এ অর্থবছরে আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান এবং লাইসেন্স নথায়ন বাবদ মোট ৫২,২২,৪৩৭/- (বায়ন্ন লক্ষ বাইশ হাজার হাজার চারশত সাইক্রিশ) টাকা সরকারের রাজস্ব আয় হয়েছে।

## লাইসেন্স প্রদান রিমিডিয়েশন কেওড়ার্ডিনেশন সেল (আরসিসি) এর কার্যক্রম

২০১৩ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিলে রানা প্লাজা ধসের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সকল রণনীমুখী তৈরি পোশাক শিল্প কারখানার কাঠামোগত, অগ্নি ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিষয়টি অগ্রাধিকার পায়। অ্যাকর্ড অন ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেইফটি ইন বাংলাদেশ (ACCORD) ও অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কার সেইফটি (ALLIANCE) নামক দুটি ক্রেতা জোট তাদের সদস্য প্রতিষ্ঠান বা দেশগুলোতে পোশাক সরবরাহকারী কারখানাগুলোকে মূল্যায়ন করে। অবশিষ্ট কারখানাগুলোর মূল্যায়ন করা হয় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা

(আইএলও) কর্তৃক সমর্থিত জাতীয় উদ্যোগ (ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ)-এর মাধ্যমে যার অর্থায়ন করেছে কানাডা, নেদারল্যান্ডস ও যুক্তরাজ্য সরকার। ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে শুরু হওয়া প্রাথমিক মূল্যায়নের সমাপ্তি ঘটে ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে। উক্ত সময়ে অ্যাকর্ড, অ্যালায়েল ও জাতীয় উদ্যোগ ৩৭৮০টি কারখানার প্রাথমিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করে। এর মধ্যে অ্যাকর্ড ১৫০৫টি, অ্যালায়েল ৮৯০টি (অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েল যৌথভাবে ১৬৪টি) এবং জাতীয় উদ্যোগ ১৫৪৯টি কারখানা প্রাথমিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করে। ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রাথমিক মূল্যায়ন সমাপ্ত হওয়ার পর কারখানাগুলোর সংস্কারকাজ বাস্তবায়নের উপর বাংলাদেশ সরকার গুরুত্বারূপ করে। মূল্যায়ন প্রতিবেদনগুলোতে উল্লেখিত সুপারিশ এবং সংশোধনমূলক কর্মপরিকল্পনা (ক্যাপ) অনুযায়ী কারখানার মালিকদের সংস্কারকাজ সম্পন্ন করার জন্য সুপারিশ করা হয়। জাতীয় উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত কারখানাসমূহের সংস্কারকাজ পর্যবেক্ষণের জন্য ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে রিমেডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেল (আরসিসি) নামক একটি সংস্কারকাজ সমন্বয় কেন্দ্র গঠন করা হয়। জাতীয় উদ্যোগের আওতায় আরসিসিতে ন্যস্ত কারখানার সংখ্যা ১৫৪৯টি এবং কারখানারসমূহের জেলা পর্যায়ের বিভাজনে ঢাকা জেলাতে ৬৪৮টি, নারায়ণগঞ্জ জেলাতে ২৯৯টি, গাজীপুর ৩৭২টি, চট্টগ্রাম ১৯৩টি এবং অন্যান্য জেলাতে ৩৭টি কারখানা অবস্থিত। এছাড়া, অ্যাকর্ড থেকে আরসিসিতে হস্তান্তরিত কারখানা ১০০টি, অ্যাকর্ড থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ১২৩টি, অ্যালায়েল থেকে স্থগিত করা ১৮০টি, অ্যালায়েলের সংস্কার সম্পন্ন কারখানা ৪৬৩টি এবং অ্যালায়েলের অবশিষ্ট কারখানা ২৪৭টি। মোট ১১১৩টি অতিরিক্ত কারখানা আরসিসির আওতায় এসেছে। বর্তমানে অ্যাকর্ড এবং অ্যালায়েলের কারখানাসহ সর্বমোট ২৬৬২টি কারখানা আরসিসিতে ন্যস্ত আছে।

# অধ্যায়

১১



## শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

নিম্নবর্ণিত মাননীয় সংসদ সদস্যদের সমন্বয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি কার্যকর রয়েছে:

ক্র. নং	সদস্যগণের নাম	নির্বাচনী এলাকা	পদবি
১	জনাব মোঃ মুজিবুল হক	১৬৪ কিশোরগঞ্জ-৩	সভাপতি
২	বেগম মণ্ডুজান সুফিয়ান	১০১ খুলনা-৩	সদস্য
৩	জনাব শাজাহান খান	২১৯ মাদারিপুর-২	সদস্য
৪	জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম	১৭৫ ঢাকা-২	সদস্য
৫	জনাব শামীম ওসমান	২০৭ নারায়ণগঞ্জ-৪	সদস্য
৬	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম চৌধুরী	২৯১ চট্টগ্রাম-১৪	সদস্য
৭	জনাব মানু মজুমদার	১৫৭ নেত্রকোণা-১	সদস্য
৮	জনাব মুহাম্মদ ইকবাল হোসেন	১৯৬ গাজীপুর-৩	সদস্য
৯	বেগম শামসুন নাহার	৩১৩ মহিলা আসন-১৩	সদস্য
১০	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন (হেলাল)	৫১ নওগাঁ-৬	সদস্য

নিয়মিত শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠক হয়ে থাকে। ২০২০-২১ অর্থবছরে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ৯ম থেকে ১৩তম পর্যন্ত মোট ০৫ (পাঁচ) টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৈঠক নং	তারিখ
১৪তম বৈঠক	২৯ আগস্ট ২০২১
১৫তম বৈঠক	২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১
১৬তম বৈঠক	০৭ ডিসেম্বর ২০২১
১৭তম বৈঠক	২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২
১৮তম বৈঠক	২৫ এপ্রিল ২০২২

বৈঠকসমূহের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে এ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দণ্ড/সংস্থা আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

“মুনাফা অবশ্যই করবেনা তবে তা যেন  
শোষণে পরিণত না হয়। শ্রমিকদের  
বক্ষিত করে শিল্পের উন্নয়ন হবে না।  
কারণ, শ্রমিক হচ্ছে কারখানার প্রাণ”

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা



### কর্মসংস্থান অধিদপ্তর গঠন

শ্রমিকদের জন্য শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টি এবং শ্রমিকের কল্যাণ ও উন্নত জীবনমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অন্যতম করণীয় হচ্ছে দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। প্রতি বছর প্রায় ২২ লক্ষ জনবল শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে। এখন বাংলাদেশে জনমিতিক মুনাফার (ফবসড়মৎধৃত্যরপ ফরারফবহফ) সুযোগ গ্রহণের মৌক্ষম সময়। কর্মক্ষম এ বিপুল জনসংখ্যাকে যুগোপযোগী শিক্ষা ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে মানবসম্পদে পরিণত করতে পারলেই সম্ভব দেশের কাঞ্চিত উন্নয়ন। আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে ০৩ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্বের অবসান ঘটানোর বিষয়ে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। কর্মসংস্থান সম্পর্কিত কার্যক্রম সূচারূপাবে সম্পাদন, কর্মসংস্থান সেবা দান এবং কর্মসংস্থানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমের মধ্যে

সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে একটি অধিদপ্তর গঠনের পরিকল্পনা করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির গত ১৮-০৯-২০১৯ তারিখের ১৩শ সভায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতি নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনসহ পৃথক অধিদপ্তর গঠনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে কর্মসংস্থান অধিদপ্তর গঠনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সানুগ্রহ অনুমোদন চেয়ে গত ১৭-১২-২০১৯ তারিখের সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হলে তিনি সানুগ্রহ অনুমোদন প্রদান করেন।

কর্মসংস্থান অধিদপ্তর গঠন সংক্রান্ত চূড়ান্ত সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত চেকলিস্ট অনুযায়ী কর্মসংস্থান অধিদপ্তর সৃষ্টির প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

অধিদপ্তরের জনবল অনুমোদনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

কর্মসংস্থান অধিদপ্তর গঠিত হলে বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান করে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরি করে এবং কর্ম প্রত্যাশী ও কর্মসংস্থানকারীদের মধ্যে সংযোগ সাধন করে কর্মে নিযুক্ত করার বিষয়ে তথ্য সহায়তা করে এবং দেশের বাজারে কর্মরত বিদেশী শ্রমিকদের কর্মসংস্থান সেবা প্রদান সম্ভব হবে।

### ‘কর্মসংস্থান ও শ্রম ব্যবস্থাপনা’ বিষয়ক মহাপরিকল্পনা

অতিমারিল বর্তমান পরিস্থিতি ও চর্তুথ শিল্প বিল্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে মানসম্পন্ন দক্ষতা উন্নয়ন বিবেচনায় এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার অগ্রযাত্রায় একটি সময়োপযোগী এবং বাস্তবায়নযোগ্য “ক্লেভেড শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কাঠামো” প্রণয়নের জন্য মহাপরিকল্পনা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে এ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার জন্য একটি জাতীয় টাক্ষফোর্স কমিটি রয়েছে। উক্ত জাতীয় টাক্ষফোর্স কমিটির সদস্যা হিসেবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সচিব মহোদয় এবং শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক রয়েছেন।

এ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় টাক্ষফোর্স কমিটি এবং প্রাথমিকভাবে ৭টি উপ-কমিটি গঠন করা হয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়সহ দক্ষতা ও কর্মসংস্থান উন্নয়ন বিষয়ক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে আরো ০৫টি উপ-কমিটিসহ সর্বমোট ১২ টি উপকমিটি গঠন এবং উপকমিটিসমূহের কর্ম-পরিধি নির্ধারণ, কর্মবন্টন ও সম্পাদনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সে প্রেক্ষিতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কর্মসংস্থান ও দক্ষতা কার্যক্রমের জন্য “ক্লেভেড শিক্ষা ও দক্ষতা বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা” প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে।



# অধ্যায়

## ১৬



### ILO CONVENTIONS RATIFIED BY BANGLADESH

Conv. No.	Subjects	Date of Ratification
A	Fundamental Conventions:	
29.	Forced Labour Convention, 1930	22.06.1972
P29	Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 (Adopted in 2014)	20.1.2022
105.	Abolition of Forced Labour Convention , 1957	22.06.1972
87.	Freedom of Association & Protection of the Right to Organize Convention , 1948	22.06.1972
98.	Right to Organize & Collective Bargaining Convention, 1949.	22.06.1972
100.	Equal Remuneration Convention , 1951	28.01.1998
111.	Discrimination (Employment & Occupation) Convention , 1958	22.06.1972
182.	Worst Forms of Child Labour Convention , 1999	12.03.2001
138.	Minimum Age Convention, 1973 (No. 138)	22.03.2022
B	Governance Convention:	
81.	Labour Inspection Convention, 1947.	22.06.1972
144.	Tripartite Consultation (international Labour Standards)	17.04.1979

Conv. No.	Subjects	Date of Ratification
C	Technical Conventions:	
1.	Hours of works (Industry) Convention, 1919	22.06.1972
4.	Night Work(Women) Convention, 1919	22.06.1972
6.	Night work of Young Persons (Industry) Convention, 1919	22.06.1972
11.	Right of Association (Agriculture) Convention,1921	22.06.1972
14.	Weekly Rest (Industry) Convention, 1919	22.06.1972
15.	Minimum Age (Trimmers & Stokers) Convention, 1921	22.06.1972
16.	Medical Exam. of Young Persons (sea) Convention, 1921	22.06.1972
18.	Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention, 1925	22.06.1972
19.	Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention,1925	22.06.1972
21.	Inspection of Emigrants Convention, 1926	22.06.1972
22.	Seamen's Articles of Agreement Convention, 1926	22.06.1972
27.	Marking of Weight (Packages Transported by vessels) Convention, 1929	22.06.1972
32.	Protection Against Accident (Dockers) (revised) Convention, 1932	22.06.1972
45.	Underground work (women) Convention, 1935	22.06.1972
59.	Minimum Age(Industry) (revised) Convention, 1937	22.06.1972
80.	Final Articles Revision Convention, 1946.	22.06.1972
89.	Night Work(Women) convention (revised) 1948.	22.06.1972
90.	Night Work of Young Persons (Industry) (revised) Convention, 1948.	22.06.1972
96.	Fee-charging Employment Agencies Convention (revised) 1949	22.06.1972
106.	Weekly Rest (commerce & offices) Convention, 1957.	22.06.1972
107.	Indigenous & Tribal Population Convention, 1957.	22.06.1972
116.	Final Articles Revision Convention, 1961	22.06.1972
118.	Equality of Treatment (Social Security) Convention , 1962	22.06.1972
149.	Nursing Personnel Convention, 1977.	17.04.1979
185	Seafarer's Identify Document Convention (revised), 2003	28.04.2014
186	MLC-Maritime Labour Convention, 2006	06.11.2014



জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রম মৎস্থা-আইএলও মদর দত্তের বাংলাদেশীয়ের পক্ষে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মণ্ডুজান  
মুফিয়ান স্বাক্ষরকৃত অনুসমর্থনপ্র আইএলও মহাপরিচালক গাই রাইডারের হাতে তুলে দেন



Ms Chihoko ASADA-MIYAKAWA ILO's Assistant Director-General and Regional Director for Asia and the Pacific meets Secretary, MoLE on 22 March, 2022 in Geneva



ILO Convention  
138  
signing  
ceremony

মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সাথে  
ইউরোপীয় ইউনিয়নের  
মান্যবর রাষ্ট্রদূত-এর সৌজন্য  
সাক্ষাৎ



# পরিশিষ্ট ১

কর্মকর্তাগণের তালিকা



## মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের তালিকা

### মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর

ক্রম	নাম	পদবি	মোবাইল	ইমেইল
১.	বেগম মনুজান সুফিয়ান, এম.পি	প্রতিমন্ত্রী	অফিস: ২২৩০৮৫১৪৮ মোবাইল: ০১৯৩০৩০৩০৩০	stateminister@mole.gov.bd
২.	আবু হাসনাত মো: মঈনউদ্দিন	মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব	অফিস: ৯৫৫৫৫৮৯	psstateminister@mole.gov.bd
৩.	মোঃ শাহরুদ্দিন আহমেদ	মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব	অফিস: ২২৩০৫৩৪৯৮ মোবাইল: ০১৭১১২৭৪৬৯৮	apstostateminister@mole.gov.bd
৪.	মোঃ আকতারুল ইসলাম	তথ্য কর্মকর্তা	অফিস: ২২৩০৫৩৮৪৬ মোবাইল: ০১৭১৮৮৫১৮৫১	aktarullalpur@gmail.com
৫.	মোঃ সুজাউদ্দোলা	সহকারী সচিব	অফিস: ৯৫৫৫১৪৮	shuza65mole@gmail.com

### সচিব মহোদয়ের দপ্তর

ক্রম	নাম	পদবি	মোবাইল	ইমেইল
১	মোঃ এহছানে এলাহী	সচিব	অফিস: ৯৫১৪৩৬৬ মোবাইল: ০১৭৩০৩৭৭২৫৫	secretary@mole.gov.bd
২	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	সচিবের একান্ত সচিব	অফিস: ৯৫১৪৯৯২ মোবাইল: ০১৭২৪২৪৩২৫৭	pssecretary@mole.gov.bd

### প্রশাসন অনুবিভাগ

ক্রম	নাম	পদবি	মোবাইল	ইমেইল
১	মোঃ তৌফিকুল আরিফ	অতিরিক্ত সচিব	অফিস: ৯৫১৫৩৫৫ মোবাইল: ০১৭১১৬৪০৮১৩	addsecretary@mole.gov.bd
২	মোহাম্মদ অলিউল্লাহ মিয়া এনডিসি	যুগ্মসচিব	অফিস: ৯৫১৪০৬৩ মোবাইল: ০১৭১৬১৮৫৮৫৯	jssst@mole.gov.bd
৩	মোঃ মহিদুর রহমান	যুগ্মসচিব	অফিস: ৯৫১৩৫৫৩ মোবাইল: ০১৭১১৫৮৩৭১৫	mohidur1965@gmail.com

ক্রম	নাম	পদবি	মোবাইল	ইমেইল
৪	মোঃ মনোয়ার হোসেন	প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)	মোবাইল: ০১৬২০৮৩০৮৪১	monowarh66@yahoo.com
৫	মোর্শেদা আজগার	উপসচিব	অফিস: ২২৩৩৫৫৬০০ মোবাইল: ০১৭১২১৯৯২৩৬	dsadmin@mole.gov.bd
৬	এ. কে. এম. রেজাউর রহমান	উপসচিব	অফিস: ২২৩৩৫৭১৪০ মোবাইল: ০১৭১৭১৫৭৯০৭	section10@mole.gov.bd
৭	বেগম শাহানা জামান	উপসচিব	অফিস: ৯৫৭৫৫৩০ মোবাইল: ০১৬১৫৪৮৯৯১৩	section6@mole.gov.bd
৮	বিমলেন্দু ভৌমিক	উপসচিব	মোবাইল: ০১৭১১২৩১৪৬৫	p2bhowmick@yahoo.com
৯	মনোয়ারা বেগম	সিনিয়র সহকারী সচিব	অফিস: ৯৫৭৭১৬০ মোবাইল: ০১৭১১২৩১৪৬৫	mbmunni@gmail.com
১০	নাইমা আফরোজ ইমা	সিনিয়র সহকারী সচিব	অফিস: ৯৫১৪০৭৩ মোবাইল: ০১৬৮৮২৫৯০৮	sasadmin@mole.gov.bd
১১	সুকান্ত বসাক	সিস্টেম এনালিস্ট	অফিস: ৯৫৭৫৫৯৫ মোবাইল: ৮৮৩২২০৫৬	sa@mole.gov.bd
১২	শেখ হেমায়েত হোসেন	সিনিয়র সহকারী সচিব	অফিস: ৫৫১০০৯০০ মোবাইল: ০১৯৮৭৪৬৮৮৬৮	hemal.bangla.0004@gmail.com
১৩	মোছাঃ দেলোয়ারা খাতুন	সহকারী সচিব	অফিস: ৯৫৬০৯৭৩ মোবাইল: ০১৫৫৬৩০৬৬৮৮	libraian@mole.gov.bd
১৪	কামরূণ নাহার	সহকারী সচিব	অফিস: ২২৩৩৫৫৫৯৮ মোবাইল: ০১৭৭৫৬৬৯৫৬৫	k.nahermotj@gmail.com
১৫	এ.এস.এম. মেহরাব হোসেন	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	অফিস: ৯৫৪৬১৬১ মোবাইল: ০১৬৭৬০৫০৯১৫	ame@mole.gov.bd
১৬	মোঃ শহিদুল ইসলাম	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	অফিস: ৯৫৪০৫৮৪ মোবাইল: ১৭১০৬১৯৫৬৪	si67mole@gmail.com

### রাষ্ট্রীয় শিল্প ও আন্তর্জাতিক সংস্থা অনুবিভাগ

ক্রম	নাম	পদবি	মোবাইল	ইমেইল
১	জেবুন্নেছা করিম	অতিরিক্ত সচিব	অফিস: ২২৩৩৫৮৭৬০ মোবাইল: ০১৫৫২৩৯৫০২	addsecio@mole.gov.bd
২	মোঃ হুমায়ুন কবীর	যুগ্মসচিব	অফিস: ৯৫১১০৮২ মোবাইল: ০১৭২৬১৯৯২০০	iobranch@mole.gov.bd
৩	এ. কে. এম. রেজাউর রহমান	উপসচিব	অফিস: ২২৩৩৫৭১৪০ মোবাইল: ০১৭১৭১৫৭৯০৭	section.io1@mole.gov.bd
৪	খোন্দকার মোঃ নাজমুল হুদা শামিম	সিনিয়র সহকারী সচিব	অফিস: ২২২৩০৮৮৪৫ মোবাইল: ০১৭১১৩১০১১৫	section.io1@mole.gov.bd

## শ্রম অনুবিভাগ

ক্রম	নাম	পদবি	মোবাইল	ইমেইল
১	মোঃ তোফিকুল আরিফ	অতিরিক্ত সচিব	অফিস: ২২৩৩৫৮৭৬০ মোবাইল: ০১৭১১৬৪৩৮১৩	addseclabour@mole.gov.bd
২	মোহাম্মদ অলিউল্লাহ মিয়া এনডিসি	যুগ্মসচিব	অফিস: ৯৫১৪৮০৬৩ মোবাইল: ০১৭১৬১৮৫৮৫৯	jsesst@mole.gov.bd
৩	ড. মোহাম্মদ আব্দুল কাদের	উপসচিব	অফিস: ৯৫৪৫৩১৫ মোবাইল: ০১৭৩০৯৮০৮০২	section5@mole.gov.bd
৪	ফারজানা সুলতানা	উপসচিব	অফিস: ২২৩৩৫৫৫৩৬ মোবাইল: ০১৮১৬৮৫৮৬৮৭	section6@mole.gov.bd
৫	মোঃ রাজা মিয়া	উপসচিব	অফিস: ২২৩৩৫৫৫৯৬ মোবাইল: ০১৭১২৮৪৯৩০৯	section5@mole.gov.bd
৬	বেগম মোরশেদা হাই	সহকারী সচিব	অফিস: ৯৫৭৭১৬০ মোবাইল: ০১৭১৮১৮৫২৯৯	kaziflorabd@gmail.com

## উন্নয়ন অনুবিভাগ

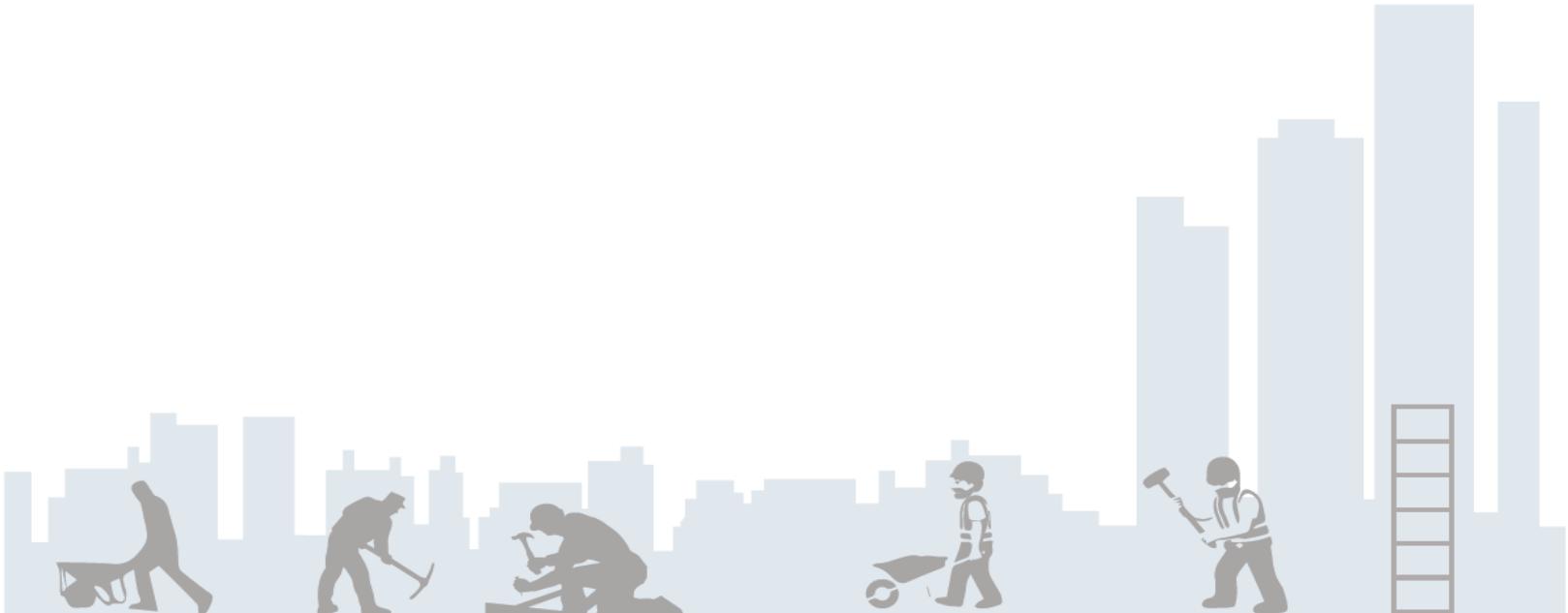
ক্রম	নাম	পদবি	মোবাইল	ইমেইল
১	ড. সেলিনা আক্তার	অতিরিক্ত সচিব	অফিস: ৯৫৪৬২২৮ মোবাইল: ০১৫৫৪৩২৫৮৭৬	addsecdev@mole.gov.bd
২	শরীফ মোঃ ফরহাদ হোসেন	উপসচিব	অফিস: ৯৫৭৫৫৮৪ মোবাইল: ০১৭১২৫৫০১২২	sharifforhad@yahoo.com
৩	শাকেরা আহমেদ	সিনিয়র সহকারী সচিব	মোবাইল: ০১৫৩৪৫৭১৭৩৪	a.shakera03@gmail.com
৪	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	সহকারী সচিব	মোবাইল: ০১৭৪২৭৫৬৮৫২	mostafizr70@gmail.com

## অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধান

ক্রম	ইাম	পদবি	মোবাইল	ইমেইল
১	মোঃ ফারুক (অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি)	চেয়ারম্যান শ্রম আপীল ট্রাইবুনাল	-----	-----
২	মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ	মহাপরিদর্শক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	মোবাইল: ০১৭১৫০৯১০৮৯	ig@dife.gov.bd
৩	খালেদ মামুন চৌধুরী এনডিসি	মহাপরিচালক শ্রম অধিদপ্তর	মোবাইল: ০১৭৬১৭৭০০৩৩	dg@dol.gov.bd
৪	ড. মোল্লা জালাল উদ্দিন এনডিসি	মহাপরিচালক কেন্দ্রীয় তহবিল	মোবাইল: ০১৭১১৩৫৮৭৬৬	-----
৫	ড. মোল্লা জালাল উদ্দিন এনডিসি	মহাপরিচালক বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন	মোবাইল: ০১৭১১৩৫৮৭৬৬	blwf.mole@gmail.com
৬	লিয়াকত আলী মোল্লা	চেয়ারম্যান নিম্নতম মজুরী বোর্ড	অফিস: ০২২২৩৩৫৯৭৩৭	chairman_mwbdhaka @yahoo.com

# পরিষ্কার ২

ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশুম হিসেবে চিহ্নিত কাজের তালিকা



ক্রমিক নথর	পেশার ধরন বা ক্ষেত্র	ঝুঁকিপূর্ণ কাজ	শারীরিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব
১	এ্যালুমিনিয়াম ও এ্যালুমিনিয়ামজাত দ্রব্যাদি তৈরি।	(ক) এ্যালুমিনিয়াম পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ ও নতুন (খ) এ্যালুমিনিয়াম সমাগ্ৰী তৈরি, ডাইস ও ছাঁচ ব্যবহার করা; (গ) ধারালো, ভারী ও ঘূৰ্ণায়মান যন্ত্ৰপাতি ব্যবহার করা; (ঘ) দীৰ্ঘ সময় শব্দেৱ মধ্যে কাজ করা; (ঙ) সৰ্বক্ষণ বন্ধ পৰিবেশে কাজ করা; (চ) গৱাম ও উভাপে কাজ করা; এবং (ঢ) এ্যালুমিনিয়াম গুড়াৱ মধ্যে কাজ করা।	(ক) নিউমোনিয়া; (খ) কাশি; (গ) রক্ত কাশি; (ঘ) আঙুলে দাঁদ; (এ্যাকজিমা) (ঙ) দুর্ঘটনাজনিত দৈহিক ক্ষত; (চ) আঙুলে গ্যাংগ্ৰিন;
২	অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ এৱে কাজ।	(ক) সিনিয়াৰ কাৱিগৱদেৱ সহযোগী হিসাবে কাজ করা; (খ) স্বাস্থ্যেৱ জন্য ক্ষতিকৰ বা ঝুঁকিপূর্ণ যন্ত্ৰপাতি ব্যবহার করা; (গ) অস্বাস্থ্যকৰ বা বিপজ্জনক পৰিবেশে কাজ করা; (ঘ) পাইপে মুখ লাগাইয়া পেট্ৰোল বা ডিজেল টানিয়া লওয়া; (ঙ) গ্ৰীজ, কেৱোসিন ও মবিল ব্যবহার করা; এবং (ঢ) নিৱাপত্তা সৱলোচন ছাড়া গাড়ীৱ নিম্নে কাজ করা।	(ক) দুর্ঘটনাজনিত দৈহিক আঘাত; (খ) ঘষাজনিত চামড়াৰ প্ৰদাহ; (গ) হাতে গ্যাংগ্ৰিন; (ঘ) শ্বাস নালীৰ সংক্ৰমণ (ব্ৰংকিউলাইটিস); (ঙ) দেহে সিসা প্ৰবেশজনিত বিষক্রিয়া; এবং (চ) হাঁপানি (এ্যাজমা)।
৩	ব্যাটারি রি-চাৰ্জিং।	ক্ষতিকৰ অক্সাইড, কাৰ্বন ও বিদ্যুতেৱ সংস্পৰ্শে কাজ করা।	(ক) ফুসফুসে পানি জমা; (খ) কাশি, নিউমোনিয়া ও ফুসফুসে সংক্ৰমণ; (গ) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (ঘ) হাতে গ্যাংগ্ৰিন ও এ্যালার্জি; (ঙ) ঘষাজনিত চামড়াৰ প্ৰদাহ; এবং (চ) হাতে ক্ষত।
৪	বিড়ি ও সিগারেট তৈরি।	(ক) তামাক শুকানো ও প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰা; (খ) বিড়ি বানানো ও মোড়ক তৈরি কৰা; (গ) অস্বাস্থ্যকৰ পৰিবেশে দীৰ্ঘ সময় কাজ কৰা; (ঘ) তামাকেৱ গুড়া ও নিকোটিনেৱ সৱাসৱিৱ সংস্পৰ্শে কাজ কৰা; এবং (ঙ) ক্ষতিকৰ পদাৰ্থেৱ সংস্পৰ্শে কাজ কৰা।	(ক) ফুসফুসে রোগ; (খ) পাকছলিতে ঘা; (গ) উচ্চ রক্তচাপ; (ঘ) হদৱোগ ও হদৱোগজনিত শারীরিক সমস্যা এবং (ঙ) শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধিৰ ব্যাঘাত।
৫	ইট বা পাথৰ ভাসা।	(ক) ইট ও পাথৰেৱ গুড়াৱ সংস্পৰ্শে কাজ কৰা কৰা; (খ) সৱাসৱিৱ সূৱেৱ তাপে দীৰ্ঘ সময় কাজ কৰা; (গ) অস্বাস্থ্যকৰ পৰিবেশে কাজ কৰা; এবং (ঘ) ভাৰী যন্ত্ৰপাতি উঠানো-নামানো।	(ক) দুর্ঘটনাজনিত দৈহিক আঘাত; (খ) হাত ও আঙুলে ক্ষত; (গ) সদি কাশি ও ফুসফুসে প্ৰদাহ; (ঘ) শ্ৰবণশক্তি হ্ৰাস ; এবং (ঙ) দৃষ্টিশক্তি হ্ৰাস।



ক্রমিক নম্বর	পেশার ধরন বা ক্ষেত্র	বুকিপূর্ণ কাজ	শারীরিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব
৬	ইঞ্জিনিয়ারিং ও যার্কশপ বা লেদ মেশিনে কাজ।	(ক) লোহা কাটা ও গলানোর কাজ করা; (খ) গলানো লোহা দিয়ে কাঠামো তৈরি করা; (গ) ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশের জন্য ছাঁচ ও ব্লক তৈরি করা; (ঘ) অতিদ্রুত গতির ঘূর্ণায়মান মেশিন ও কম্পমান যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা; এবং (ঙ) গরম ও জলস্ত ধাতব কণা ও ধুলা-বালির সংস্পর্শে কাজ করা।	(ক) দূর্ঘটনাজনিত আঘাত; (খ) বাত ও বাতজনিত কারণে পায়ের জয়েন্ট ফোলা; (গ) পায়ের শিরা ফোলা; (ঘ) শিরায় রক্তজমাট বাধা; (ঙ) চোখের প্রদাহ; (চ) চোখে হইতে পানি ঝরা; এবং (ছ) দৃষ্টিশক্তি লোপ।
৭	কাঁচ ও কাঁচের দ্রব্য তৈরি।	(ক) লোহা কাটা ও গলানোর কাজ করা; (খ) গলানো লোহা দিয়ে কাঠামো তৈরি করা; (গ) ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশের জন্য ছাঁচ ও ব্লক তৈরি করা; (ঘ) অতিদ্রুত গতির ঘূর্ণায়মান মেশিন ও কম্পমান যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা; এবং (ঙ) গরম ও জলস্ত ধাতব কণা ও ধুলা-বালির সংস্পর্শে কাজ করা।	(ক) দূর্ঘটনাজনিত আঘাত; (খ) বাত ও বাতজনিত কারণে পায়ের জয়েন্ট ফোলা; (গ) পায়ের শিরা ফোলা; (ঘ) শিরায় রক্তজমাট বাধা; (ঙ) চোখের প্রদাহ; (চ) চোখে হইতে পানি ঝরা; এবং (ছ) দৃষ্টিশক্তি লোপ।
৮	ম্যাচ তৈরি।	(ক) রাসায়নিক দ্রব্য (কার্বন, ফসফরাস), প্লাস্টিক ও কাঠের টুকরা লইয়া কাজ করা; (খ) বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য ও কাঠের গুড়ার সংস্পর্শে কাজ করা; এবং (গ) অশ্বাভাবিক ভঙ্গিমায় স্পন্দন পরিসরে দীর্ঘ সময় কাজ করা।	(ক) ঘষাজনিত চামড়ার প্রদাহ; (খ) আঙুলে ঘা; (গ) গিরায় ব্যাথা; (ঘ) বাত ও বাতজনিত কারণে বিকৃতি, এবং (ঙ) শ্বাসতন্ত্রের রোগ।
৯	প্লাস্টিক বা রাবার সামগ্রী তৈরি।	(ক) প্লাস্টিক ও রাবার গলানো; (খ) বিভিন্ন ধরনের ছাঁচের মধ্যে গলানো দ্রব্য ঢালা; (গ) রাসায়নিক দ্রব্য ও ধুলার সংস্পর্শে কাজ করা; এবং (ঘ) বিভিন্ন প্লাস্টিক ও রাবারের দ্রব্য তৈরির জন্য বিভিন্ন ধরনের ছাঁচ ব্যবহার করা।	(ক) শুষ্ক কাশি; (খ) নিউমোনিয়া; (গ) হাঁপানি (এ্যাজমা) (ঘ) দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসের প্রদাহ; (ঙ) যকৃতের দুরারোগ্য ব্যাধি; এবং (চ) মৃত্যাশয় ক্যানসার।
১০	লবণ শোধন।	(ক) লবণে আয়োডিন সংমিশ্রণ করা; এবং (খ) লবণ মাপা ও মোড়কজাত করা।	(ক) রক্তশূণ্যতা; (খ) শরীর ফোলা; (গ) চামড়ায় চুলকানিজনিত প্রদাহ; (ঘ) এলার্জি; (ঙ) ঘষাজনিত চামড়ার প্রদাহ; (চ) হাতে-পায়ে ফাঙ্গাস এবং ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণ; (ছ) ক্ষুধামান্দ্য; এবং (জ) বমি ভাব ও বমি।

ক্রমিক নথর	পেশার ধরন বা ক্ষেত্র	বুকিপূর্ণ কাজ	শারীরিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক প্রদাহ
১১	সাবান বা ডিটারজেন্ট তৈরি।	(ক) পশুর চর্বি, কার্বলিক এসিড ও হিসারিনের সংমিশ্রণ তৈরি করা; এবং (খ) সাবান তৈরি ও মোড়কজাত করা।	(ক) চুলকানিজনিত চামড়ার প্রদাহ; (খ) হাতের আঙুল ও পায়ের আঙুলে ক্ষত; (গ) অসহ্য কাশি; (ঘ) নিউমোনিয়া; (ঙ) ফুসফুসের প্রদাহ বা দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ; এবং (চ) হাঁপানী (এ্যাজমা)।
১২	স্টিল ফার্নিচার, গাড়ি বা মেটাল ফার্নিচার রং করণ।	(ক) নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যতীত দীর্ঘ সময় বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের সংস্পর্শে কাজ করা; (খ) স্টিলের টুকরো পরিষ্কার করা, স্টিল পলিশ করা ও রং লাগানো; (গ) সিসা ও বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য ও ধাতব গুড়ার সংস্পর্শে কাজ করা; এবং (ঘ) অস্থান্ত্রিক পরিবেশে কাজ করা।	(ক) দেহে সিসা প্রবেশজনিত বিষক্রিয়া; (খ) বমি ভাব ও বমি; (গ) পেটে ব্যথা; (ঘ) যকৃতের প্রদাহ; (ঙ) ঘনকাশি ও রক্তকাশি; (চ) হাঁপানী (এ্যাজমা); (ছ) ফুসফুসের প্রদাহ; (জ) হাতে ও পায়ে ক্ষত; (ঝ) সিসার কারণে ঘর্ষণজনিত চামড়ার প্রদাহ ও চামড়ার ক্যান্সার ; এবং (ঝঃ) এলার্জি।
১৩	চামড়াজাত দ্রব্যাদি তৈরী।	(ক) এসিড ও রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের মাধ্যমে চামড়া প্রক্রিয়াজাত করা; (খ) নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যবহার না করিয়া ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্যাদির সংস্পর্শে কাজ করা ; এবং (গ) অস্থান্ত্রিক ও ভীষণ দুর্গন্ধের মধ্যে কাজ করা।	(ক) এন্থ্রাক্সজনিত কারণে হাতে ও পায়ে ঘাঁঁ; (খ) জ্বর; (গ) অত্যধিক শারীরিক দুর্বলতা; (ঘ) চামড়ার প্রদাহ; (ঙ) ফাঙ্গসজনিত প্রদাহ; (চ) আঙুলের মাঝে ঘাঁঁ; (ছ) ডায়ারিয়া; (জ) ক্ষুধামান্দ্য; এবং (ঝ) বমি।
১৪	ওয়েলডিং বা গ্যাস বার্নারে কাজ।	(ক) লোহা কাটা ও বিভিন্ন আকৃতি তৈরি করা এবং গ্রিল, জানালা ও দরজা তৈরি করা; (খ) ধারালো যন্ত্রপাতি ও মেশিন ব্যবহার করা; (গ) আঙুলের শিখার সংস্পর্শে কাজ করা; (ঘ) ধাতুর গুড়া সংস্পর্শে কাজ করা; (ঙ) ক্ষতিকারক গ্যাস লইয়া কাজ করা; এবং (চ) নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যতীত ওয়েলডিং এর কাজ করা।	(ক) দৃষ্টিশক্তি লোপ; (খ) চোখে জ্বালাপোড়া; (গ) চোখ লাল হওয়া; (ঘ) চোখ চুলকানো; (ঙ) চোখের প্রদাহ; (চ) অন্ধতা; (ছ) চামড়ায় জ্বালাপোড়া; (জ) হাতে ও পায়ে কিলয়েড (keloid) ক্ষত তৈরী; (ঝ) ফুসফুসে দ্রুত পানি আসা; (ঝঃ) নিউমোনিয়া; (ট) শ্বাসকষ্ট; (ঠ) হাতে ও পায়ে ঘাঁঁ; (ড) বিদ্যুৎজনিত দন্ততা; (ঢ) দাহ্য পদার্থজনিত দুর্ঘটনা; (ণ) নিঃশ্বাসজনিত নিউমোনিয়া ও শ্বাস কষ্ট; এবং (ত) যান্ত্রিক আঘাত।

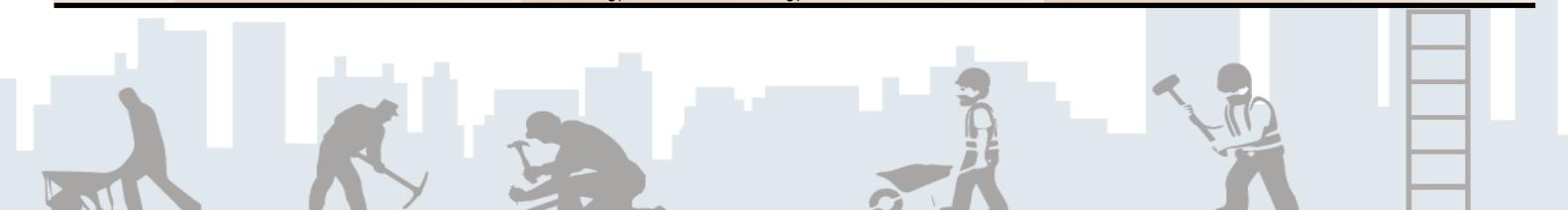
ক্রমিক নম্বর	পেশার ধরন বা ক্ষেত্র	বুকিপূর্ণ কাজ	শারীরিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব
১৫	কাপড়ের রং ও ছিচকরণ।	(ক) বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য মোড়কজাত, (ক) হাতে ও পায়ে ব্যথাজনিত ঘা; পরিমাপ ও বিক্রি করা; এবং (খ) কোনো ধরনের নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছাড়া রাসায়নিক(খ) জ্বর; দ্রব্যের সংস্পর্শে কাজ করা ও স্পর্শ করা। (গ) অত্যধিক শারীরিক দুর্বলতা; এবং (ঘ) চামড়ার প্রদাহ ও ফাঙ্গাস সংক্রমণ।	(ক) হাতে ও পায়ে ব্যথাজনিত ঘা; (খ) জ্বর; (গ) অত্যধিক শারীরিক দুর্বলতা; এবং (ঘ) চামড়ার প্রদাহ ও ফাঙ্গাস সংক্রমণ।
১৬	জাহাজ ভাঙার কাজ।	(ক) ট্যাংকার হইতে জ্বালানি তেল সংগ্রহ করা; (খ) ব্যারেল ও কন্টেইনারে হইতে জ্বালানী তেল সংগ্রহ করা; এবং (গ) স্টিলের শিট সংগ্রহ ও বহন করা।	(ক) শরীরের চামড়ায় ও চোখে ক্ষত; (খ) চোখ হইতে পানি ঝরা; (গ) পিঠে ব্যথা; এবং (ঘ) শ্রবণশক্তি লোপ।
১৭	চামড়ার জুতা তৈরি।	(ক) বিভিন্ন ধরনের জুতা তৈরির জন্য চামড়ার টুকরো পরিষ্কার করা, বিভিন্ন আকৃতি তৈরি করা, পলিশ করা এবং কাটা ও সেলাই করা; (খ) ধারালো যন্ত্রপাতি, বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য ও রং ব্যবহার করা; (গ) শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত রাখারের গুড়া গ্রহণ করা; এবং (ঘ) আবদ্ধ পরিবেশ ও স্বল্প আলো-বাতাসে দীর্ঘ সময় কাজ করা।	(ক) হাতে ও পায়ে ক্ষত; (খ) জ্বর; (গ) অত্যধিক শারীরিক দুর্বলতা; (ঘ) চামড়ার প্রদাহ ও ফাঙ্গাস সংক্রমণ; (ঙ) হাত ও পায়ের আঙুলে ঘা; (চ) ডায়ারিয়া; এবং (ছ) বমি ভাব ও বমি।
১৮	ভলকানাইজিং এর কাজ।	(ক) গাড়ির চাকা মেরামত ও সার্ভিসিং কাজে সিনিয়র কারিগরকে সহায়তা করা; (খ) ভারী চাকা বহন করা; (গ) ধারালো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা; এবং (ঘ) গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার করা।	(ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (খ) ঘর্ষণজনিত আঘাত; (গ) গিরায় ব্যথা; (ঘ) বাত; এবং (ঙ) হারনিয়া।
১৯	মেটালের কাজ।	(ক) ভারী ও ধারালো যন্ত্রপাতি এবং রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করিয়া মেটালের টুকরো কাটা ও বিভিন্ন আকৃতি তৈরি করা; (খ) রং করার জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা; এবং (গ) রাসায়নিক দ্রব্য ও মেটালের গুড়ার সংস্পর্শে কাজ করা।	(ক) দুর্ঘটনা জনিত আঘাত; (খ) মাথা ব্যথা; (গ) বমি ভাব; (ঘ) পায়ের রগ ফোলা।; (ঙ) চোখে চুলকানি; (চ) চোখে পানি আসা; এবং (ছ) দৃষ্টিশক্তি লোপ।

ক্রমিক নম্বর	পেশার ধরন বা ক্ষেত্র	বুঁকিপূর্ণ কাজ	শারীরিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব
২০	জিআই শিট, চুনাপাথর বা চক সামগ্রী তৈরি।	(ক) অত্যধিক তাপে কাজ করা; (খ) উন্নত পদার্থ এবং জলস্ত ও ভারী যন্ত্রপাতির ব্যবহার করা; (গ) উচ্চ শব্দের মধ্যে কাজ করা; (ঘ) বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য ওজন ও বিক্রি করা; (ঙ) বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের সংস্পর্শে কাজ করা; (চ) কোনো নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যতীত খালি হাতে(ছ) হাতে ও পায়ে ক্ষত; এবং রাসায়নিক দ্রব্য নাড়াচাড়া করা; (ছ) প্লাস্টিক মণ্ড ব্যবহার করা; এবং (জ) রাসায়নিক দ্রব্যাদির সুষ্ফুল কণার সংস্পর্শে কাজ করা।	(ক) ক্রমাগত মাথা ব্যথা; (খ) বমি হওয়া; (গ) দৃষ্টিশক্তি লোপ; (ঘ) শ্বেতাশ্রম ক্ষত; (ঙ) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (চ) শরীরের চামড়া পোড়া; (ছ) শ্বাস কষ্ট।
২১	স্পিরিট ও এলকোহল প্রক্রিয়াকরণ।	(ক) রাসায়নিক দ্রব্য লইয়া কাজ করা; (খ) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ; এবং (গ) বিভিন্ন রাসায়নিক রঁঁ ব্যবহার করা।	(ক) মাথা ব্যথা; (খ) বমি; এবং (গ) শ্বাসকষ্ট।
২২	জর্দি, তামাক ও কুইবাম তৈরি।	(ক) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা; (খ) রাসায়নিক দ্রব্য লইয়া কাজ করা; (গ) ধাঁরালো টিনের সরঞ্জাম ব্যবহার করা; এবং (ঘ) উচ্চ শব্দের মধ্যে কাজ করা।	(ক) মাথা ব্যথা; (খ) বমি ; (গ) চামড়া পোড়া; (ঘ) হাতে ও পায়ে সংক্রমন ও ঘা; এবং (ঙ) শ্বাস কষ্ট।
২৩	কীটনাশক তৈরি।	(ক) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা; এবং (খ) বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য লইয়া কাজ করা।	(ক) মাথা ব্যথা; (খ) বমি ; (গ) চামড়া পোড়া; (ঘ) হাত ও পায়ে সংক্রমন ও ঘা; এবং (ঙ) শ্বাস কষ্ট।
২৪	স্টিল, ধাতু ও লোহা তৈরি।	(ক) লোহার গুড়া ও লোহার কণার সংস্পর্শে আসা; (খ) উচ্চ শব্দ ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা; (গ) লেদ মেশিনে নাট ও বোল্ট তৈরির কাজ করা; (ঘ) ভারী ও ধারালো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া মেটাল ও স্টিল কাটা এবং বিভিন্ন আকৃতি তৈরী করা; এবং (ঙ) ধুলোবালির মধ্যে কাজ করা।	(ক) মাথা ব্যথা; (খ) বমি এবং (গ) চামড়া পোড়া।



ক্রমিক নম্বর	পেশার ধরন বা ক্ষেত্র	বুঁকিপূর্ণ কাজ	শারীরিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব
২৫	আতশবাজী তৈরি।	(ক) উত্পন্ন গ্যাস ব্যবহার করিয়া কাজ করা; (খ) কোন নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যতীত ধারালো ও উত্পন্ন যন্ত্রপাতি লইয়া কাজ করা; এবং (গ) অত্যধিক গরমে কাজ করা	(ক) মাথা ব্যথা; (খ) বমি; এবং (গ) শাস কষ্ট।
২৬	স্বর্ণলংকার বা কৃত্রিম অলংকার তৈরি।	(ক) রাসায়নিক দ্রব্য ও বিভিন্ন ধরনের উত্তাপক গ্যাস ব্যবহার করিয়া কাজ করা; (খ) মেটাল দ্রব্য কাটা ও বিভিন্ন আকৃতি তৈরি করা; (গ) রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে কাজ করা; (ঘ) কাঁচ, মেটাল ও প্লাস্টিক পরিষ্কার ও গুড়া করা; (ঙ) রাসায়নিক প্লাস্টিক ও কাঁচ ব্যবহার করিয়া গলানো ও যুক্ত করিবার কাজ করা; (চ) সরাসরি অগ্নিশৰ্ক্ষণ ও রাসায়নিক প্লাস্টিক ধোঁয়ার সংস্পর্শে কাজ করা; (ছ) অস্থাভাবিক দেহ ভঙ্গিতে দৃষ্টি ও হাতের সর্বোচ্চ সমন্বয়ে কাজ করা; (জ) বিপদজনক নাইট্রিক ও সালফিটেরিক এসিডের আগুন ব্যবহার করিয়া স্বর্ণ গলানো ও আকৃতি তৈরী করা; এবং (ঝ) অপর্যাপ্ত ভেন্টিলেশনে ও স্বল্প আলোতে ছোট জায়গায় এবং আগুন লইয়া কাজ করা।	(ক) মাথা ব্যথা; (খ) বমি; (গ) শাস কষ্ট; (ঘ) দৃষ্টিশক্তি লোপ; (ঙ) চোখ চুলকানো; (চ) চোখে হাতে পানি ঝরা; (ছ) ক্ষুধামান্দ্য; (জ) ওজন হ্রাস; (ঝ) শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত; (ঞ) চোখের জ্বালা পোড়া; এবং (ট) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত।
২৭	ট্রাক, টেম্পো বা বাসে হেল্পারের কাজ।	(ক) সরাসরি রোদের মাঝে ট্রাক, টেম্পো বা বাস হেল্পার হিসেবে কাজ করা; (খ) বিভিন্ন ধরনের গাড়ির ধোঁয়ার সংস্পর্শে কাজ করা।	(ক) সড়ক দুর্ঘটনা; (খ) পাকস্থলিতে ঘা; (গ) ক্ষুধামান্দ্য; (ঘ) বমি ভাব; (ঙ) ওজন হ্রাস; (চ) কোষ্ঠকাঠিন্য; (ছ) মাথা ব্যথা; (জ) শ্রবণশক্তির ক্ষতি; (ঝ) মূত্রগালীতে সংক্রমন; এবং (ঞ) শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির ব্যাঘাত।

ক্রমিক নম্বর	পেশার ধরন বা ক্ষেত্র	বুঁকিপূর্ণ কাজ	শারীরিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব
২৮	স্টেইনলেস স্টিলের দ্রব্য তৈরি।	(ক) উচ্চ শব্দের মধ্যে ও শ্বাসরোধকর পরিবেশে কাজ করা; এবং (খ) ধারালো যন্ত্রপাতি এবং অতিরিক্ত গরমে লোহার কণা ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির সংস্পর্শে কাজ করা।	(ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (খ) খুসখুসে কাশি; (গ) ফুসফুসে প্রদাহ; (ঘ) হৌপানি; (ঙ) শ্রবণশক্তির ক্ষতি; (চ) ঘর্ষণজনিত চামড়ার প্রদাহ; এবং (ছ) হাত ও পায়ে ক্ষতি।
২৯	বিন ফ্যাক্টরীতে কাজ।	(ক) কাঠ কাটা ও বিভিন্ন আকৃতি তৈরি করা, পলিশ ও রং করা; (খ) কাঠের গুড়া ও খুলোবালির সংস্পর্শে কাজ করা; (গ) খালি হাতে স্প্রিট ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা; (ঘ) কাঠের বিভিন্ন দ্রব্য ও আসা-বাবপত্র বার্গিস করা; (ঙ) ধারালো যন্ত্রপাতি লইয়া কাজ করা; এবং (চ) গাছের বৃহৎ কান্ড বা খন্দ বহন করা।	(ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (খ) আঘাতজনিত সংক্রমণ; (গ) ঠান্ডাকাশি; (ঘ) ফুসফুসে প্রদাহ; (ঙ) এ্যাজমা; এবং (চ) নাকে ক্যান্সার।
৩০	তাঁতের কাজ।	(ক) তাঁত বোনা ও রং ব্যবহার করা; (খ) চোখের তীক্ষ্ণ ব্যবহার করিয়া কাজ করা; (গ) দীর্ঘ সময় ধরিয়া অপর্যাপ্ত; ভেন্টিলেশনে ও অল্প আলোতে কাজ করা ; এবং (ঘ) তাঁতের ফ্রেম ব্যবহার করা।	(ক) চোখে ব্যথা; (খ) চোখে হইতে পানি ঝরা; (গ) দৃষ্টিশক্তির ব্যাঘাত; (ঘ) মাথা ব্যথা; (ঙ) মাথা ঘোরা; (চ) বাত; (ছ) শ্বাসকষ্ট; এবং (জ) মায়াবিক সমস্যা।
৩১	ইলেক্ট্রিক মেশিনের কাজ।	(ক) ইলেক্ট্রিশিয়ানকে সকল ধরনের বৈদ্যুতিক কাজে সহায়তা করা; (খ) ভারী ও ধারালো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা; (গ) যথাযথ নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যতীত কাজ করা ; এবং (ঘ) বিদ্যুৎ স্পষ্ট হইবার বুঁকিতে কাজ করা।	(ক) বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা; (খ) বিদ্যুৎ স্পষ্টতা; (গ) এ্যাজবেসেটোমিস (Asbestosis); এবং (ঘ) ফুসফুসে দীর্ঘমেয়াদী প্রদাহ।



ক্রমিক নম্বর	পেশার ধরন বা ক্ষেত্র	ঝুঁকিপূর্ণ কাজ	শারীরিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব
৩২	বিস্তুট বা বেকারি কারখানায় কাজ।	(ক) আটা, বেকিং পাউডার ও চিনি মিশ্রণ করা; (খ) আগুনের চুলায় কাজ করা; (গ) চুলায় বেকিং ট্রে প্রবেশ এবং বাহির করা; এবং (ঘ) দিন বা রাত উভয় সিফটে দীর্ঘ সময় কাজ করা।	(ক) মাথা ব্যাথা; (খ) বমি; (গ) দৃষ্টি শক্তি সমস্যা; (ঘ) ক্ষুধামান্দ্য; (ঙ) পাকস্থলিতে ঘা; (চ) কোষ্ঠকাঠিন্য; (ছ) পাকস্থলিতে প্রদাহ ; এবং (জ) ঘৃণ্ণতে প্রদাহ।
৩৩	সিরামিক কারখানায় কাজ।	(ক) প্রচন্ড তাপের মাঝে কাজ করা; এবং (খ) রাসায়নিক সিলিকা জাতীয় দ্রব্য ব্যবহার করা।	(ক) সিলিকসিস; (খ) ফুসফুসে ক্যান্সার; এবং (গ) কঠনালীতে ক্যান্সার।
৩৪	নির্মাণ কাজ।	(ক) পাথর ভাঙা ও ইট-ভাটায় কাজ করা; (খ) রাজমিন্দ্রিকে সহযোগিতা করা; (গ) ভারী জিনিস বহন করা; (ঘ) নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যবহীত কাজ করা; এবং (ঙ) সরাসরি রৌদ্রে কাজ কর।	(ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (খ) ঘর্ষণজনিত আঘাত; (গ) ধনুষৎকার (চিটেনাস); (ঘ) বাত; (ঙ) হারনিয়া; (চ) শ্বাসকষ্ট; (ছ) ঘৃষ্ণা; (জ) ঘর্ষণজনিত চামড়ার রোগ; এবং (ঝ) হাত ও পায়ে ঘা।
৩৫	কেমিক্যাল ফ্যাক্টরিতে কাজ।	(ক) রাসায়নিক দ্রব্য লইয়া কাজ করা; (খ) রাসায়নিক দ্রব্যের সংস্পর্শে আসা; (গ) শারীরিক বিভিন্ন ভঙ্গিমায় দীর্ঘ সময় তীব্র শব্দের মধ্যে কাজ করা, এবং (ঘ) ভারী বোঝা বহন করা।	(ক) চামড়ার প্রদাহ; (খ) হাতে ও পায়ে ঘা; (গ) গিরায় ব্যথা; (ঘ) বাত; (ঙ) বিকলাঙ্গ; এবং (চ) শ্বাসতন্ত্রে রোগ।
৩৬	কসাই এর কাজ।	(ক) রক্তের মাঝে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা; (খ) ধারালো ঘন্টপাতি ব্যবহার করা; এবং (গ) নিয়মিত গরু বা ছাগল কাটা।	(ক) চামড়ার রোগ; (যেমন-খোস পাচড়া); (খ) দাঁদ (এ্যাকজিমা); (গ) হাতে ও পায়ে ঘা; এবং (ঘ) হৃদরোগ

ক্রমিক নম্বর	পেশার ধরন বা ক্ষেত্র	বুকিপূর্ণ কাজ	শারীরিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব
৩৭	কামারের কাজ।	(ক) ধারালো যন্ত্রপাতি ও হাতুড়ির সাহায্যে লোহা পরিষ্কার করা, গলানো ও বিভিন্ন আকৃতি প্রদান; এবং (খ) তীব্র শব্দ, তাপ, অগ্নি স্ফুলিঙ্গ ও ধৌঁয়ার সংস্পর্শে কাজ করা।	(ক) শ্রবণশক্তি লোপ; (খ) হাত, হাটু ও কনুইয়ের বিকৃতি; (গ) গিরায় ব্যথা; (ঘ) বাত; (ঙ) ফাঙ্গাসজনিত প্রদাহ; (চ) ঘর্ষণজনিত চামড়ার প্রদাহ; (ছ) টেনোছেনোভাইটাস ( <i>Tenosynvitis</i> ); (জ) বারবাইটেস ( <i>Bursitis</i> ); এবং (ঘ) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত।
৩৮	বন্দরে এবং জাহাজে মালামাল হ্যান্ডলিংয়ের কাজ।	ভারী মালামাল উঠানো-নামানো এবং বহন করা।	(ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (খ) গিরায় ব্যথা ও ফোলা; (গ) দৈহিক আঘাত; এবং (ঘ) বিক্ষেপণজনিত দুর্ঘটনা।
৩৯	শুটকি উৎপাদনের কাজ।	(ক) দীর্ঘ সময় কাজ করা; (খ) সরাসরি সূর্যের তাপে দীর্ঘসময় কাজ করা; (গ) রাসায়নিক দ্রব্য লইয়া কাজ করা; (ঘ) ধারালো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা; (ঙ) নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যতীত কাজ করা; এবং (চ) অস্বাস্থ্যকর বা বিপজ্জনক পরিবেশে কাজ করা।	(ক) ক্যান্সার;(খ) জ্বর, সর্দি ও কাশি;(গ) বিভিন্ন রকমের চর্মরোগ;(ঘ) ডায়ারিয়া; এবং(ঙ) যক্ষা।
৪০	অনানুষ্ঠানিক পথ ভিত্তিক কাজ।	(ক) দীর্ঘ সময় কাজ করা;(খ) সরাসরি সূর্যের তাপে দীর্ঘ সময় কাজ করা;(গ) অস্বাস্থ্যকর বা বিপজ্জনক পরিবেশে কাজ করা; এবং(ঘ) ধুলোবালির সংস্পর্শে কাজ করা।	(ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (খ) দৈহিক আঘাত; (গ) জ্বর, সর্দি ও কাশি; (ঘ) বিভিন্ন রকমের চর্মরোগ; (ঙ) ডায়ারিয়া; (চ) যক্ষা; (ছ) এলার্জিজনিত সমস্যা; এবং (জ) এইডস এবং অন্যান্য সংক্রামক রোগ।
৪১	ইট উৎপাদন, সংগ্রহ ও বহন বা পাথর সংগ্রহ ও বহনের কাজ।	(ক) অস্বাস্থ্যকর বা বিপজ্জনক পরিবেশে কাজ করা; (খ) অত্যধিক গরমে কাজ করা ;(গ) ভারী বোঝা বহন করা; এবং(ঘ) অত্যধিক ইট বা পাথরের গুড়ার সংস্পর্শে কাজ করা।	(ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (খ) জ্বর, সর্দি ও কাশি; (গ) হাতে, পায়ে ও কোমরে দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা; (ঘ) ফুসফুসে প্রদাহ; এবং(ঙ) এলার্জিজনিত সমস্যা।



ক্রমিক নম্বর	পেশার ধরন বা ক্ষেত্র	ঝুঁকিপূর্ণ কাজ	শারীরিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব
৪২	অনানুষ্ঠানিক/স্থানীয় দর্জি এবং পোশাক খাতের কাজ।	(ক) চোখের তীক্ষ্ণ ব্যবহার করিয়া কাজ করা;(খ) আবদ্ধ পরিবেশে ও স্বল্প আলো-বাতাসে দীর্ঘ সময় কাজ করা;(গ) নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যতীত কাজ করা; এবং(ঘ) দিন বা রাতে দীর্ঘ সময় কাজ করা।	(ক) দৃষ্টিশক্তি লোপ;(খ) এলার্জিজনিত সমস্যা;(গ) দৃঘটনাজনিত আঘাত ;(ঘ) আঙুলে দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা;(ঙ) মাথা ব্যথা;(চ) মাথা ঘোরা;(ছ) বাত; এবং(জ) ম্যায়বিক সমস্যা।
৪৩	আর্বজনা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজ।	(ক) অস্বাস্থ্যকর বা বিপজ্জনক পরিবেশে কাজ করা; এবং(খ) ক্ষতিকারক প্লাস্টিক, রাসায়নিক দ্রব্য, গুড়া বা ধুলার সংস্পর্শে কাজ করা।	(ক) দৃঘটনাজনিত আঘাত;(ক) ক্যান্সার; এবং(খ) বিভিন্ন রকমের চর্মরোগ।





**www.mole.gov.bd**  
শ্রকম.বাংলা

